আমি তাওবা করতে চাই কিন্তু

মুহাম্মদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

অনুবাদ

মাওলানা শামসুল আলী

আমি তাওবা করতে চাই কিন্তু

মূল
মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

অনুবাদ
মাওলানা মুহাম্মদ শামাউন আলী
লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব

আল-ফুরকান পাবলিকেশন

أريـد أن أتوب ولـكـن

إعداد : محمد صالح المنجد

الترجمة باللغة البنغالية : محمد شمعون على
متخرج من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الناشر : الفرقان للطباعة والترجمة والنشر
٤٩١، برامغبازار، داكا، بنغلاديش
تلفون : ١٦٧٢٦٩٢١٠٠.

القيمة : ٣٠ تاكا فقط (٥ ريالات سعودية

الطبعة الرابعة : ذى القعدة، ١٤٣٠ هـ
نوفمبر، ٢٠٠٩م

NTU by Muhammad Saleh Al-Munajjid
ımaun Ali, Published by Al-Furkaı
r, Dhaka, Bangladesh. Tel: 0377201629
mber 2009. Price : TK. 30.00 Only.

পেশ কালাম

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য যিনি অতীব দয়ালু, বেশী বেশী তাওবা কবুলকারী, সঠিক পথের দিশাদাতা, গুনাহ মাফকারী এবং ওযর গ্রহণকারী, কঠিন শাস্তিদাতা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি একক এবং তার কোন শরীক নেই। তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব। তিনি সবকিছুর দাতা এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসূল। মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি, তাঁর পরিবারবর্গের ওপর এবং সমস্ত সাহাবার ওপর অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন। অতপর-

আমি তাওবা সংক্রান্ত লিখা এ বইটি পড়েছি যা খুবই মূল্যবান এবং উপকারী। লেখক এতে তাওবার শর্তাবলী, এর প্রমাণাদি এবং তাওবাকারীদের বিভিন্ন অবস্থার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন এবং অনেক গুনাহের উল্লেখ করেছেন যা থেকে তাওবা করা জরুরী। এজন্য আমি সকল গুনাহগারকে -আমরা সবাই গুনাহগার- অনুরোধ করছি এ শিক্ষাকে বাস্তবায়ন করার এবং দ্রুত তাওবার পানে ধাবিত হবার জন্য। আমাদের সবাইকে এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, মহান প্রভু তার বান্দার তাওবা কবুল করবেন এবং গুনাহ-খাতা মাফ করে দিবেন। বান্দা যেন তার রবের রহমতের ব্যাপারে আশাবাদী হয় এবং এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, তিনি তাকে সৎ আমলের ব্যাপারে সাহায্য করবেন এবং তাঁর পথে চলতে সহায়তা করবেন। তাকে পাপ পরিত্যাগ করতে এবং পাপীদের সংশ্রব থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করবেন।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে কল্যাণের পথে তাওফীক দান করেন, আমাদের ভাই লেখককে এ কাজের প্রতিফল দান করেন এবং এর দ্বারা মুসলমান ভাইদেরকে উপকৃত করেন। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি, তাঁর পরিবার এবং সাহাবাদের প্রতি মহান আল্লাহ শান্তি বর্ষিত করুন। আমীন॥

আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আল-জিবরীন

তারিখ ঃ ১১-৭-১৪১০ হিজরী

সূচীপত্র

ভূমিকা	৫
পাপকে তুচ্ছজ্ঞান করার ভয়াবহতা	৭
তাওবা কবুল হবার জন্য শর্ত সমূহ ও এর পরিপূরক বিষয়	১০
মহান তাওবা	১৬
তাওবা পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়	১৮
আল্লাহ কি আমাকে ক্ষমা করবেন?	২০
একশ লোক হত্যাকারীর তাওবা	২২
পাপ করে ফেললে কি করবো?	২৫
খারাপ লোকেরা আমাকে তাড়া করে চলেছে	২৮
তারা আমাকে হুমকি দিচ্ছে	৩০
পাপসমূহ আমার জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে	৩৩
আমি কি পাপের স্বীকারোক্তি করবো?	৩৪
তাওবাকারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ফত্ওয়া	৩৭
উপসংহার	৫১

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আমরা তার প্রশংসা করছি এবং তারই কাছে সাহায্য চাচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা যাকে হেদায়াত দান করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি একক এবং তার কোন শরীক নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসূল। অতপর -

মহান আল্লাহ সমস্ত মুসলমানকে তাওবা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ

«وَتُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ»۔ (النور : ٣١)

"হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর পানে তাওবা (প্রত্যাবর্তন) কর, সম্ভবত তোমরা সফলকাম হবে।" (সূরা আন্‌নূর ঃ ৩১)

তিনি তার বান্দাদেরকে তাওবাকারী ও অত্যাচারী হিসেবে ভাগ করেছেন। এখানে তৃতীয় কোন ভাগ নেই। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ»۔ (الحجرات : ١١)

"যারা তাওবা করবে না, তারাই অত্যাচারী। (সূরা আল-হুজুরাত ঃ ১১)

এটি এমন এক সময় যখন মানুষ আল্লাহর দ্বীন থেকে দূরে সরে গেছে। আজ পাপ চর্তুদিক ঢেকে ফেলেছে এবং দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছে। অবস্থা এমন হয়েছে যে, এথেকে কেউ বাঁচতে পারে না আল্লাহর বিশেষ রহমত ছাড়া।

আল্লাহর বিশেষ ইচ্ছা এই যে, তিনি তাঁর নূরকে অবশ্যই পূর্ণতা দান করবেন, যার ফলে অনেক লোকই তাদের গাফলতী থেকে, তন্দ্রা থেকে জেগে উঠেছে। তারা বুঝতে পেরেছে যে, তারা আল্লাহর হকের ব্যাপারে কার্পণ্য করেছে, তার

অবাধ্যতার জন্য অনুতপ্ত, যার ফলে তারা তাওবার দিকে এগিয়ে এসেছে। অন্যরা এই বিষাক্ত জীবনের ব্যাপারে বিতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছে। তারা পথ খুঁজছে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের হয়ে আসার জন্য। কিন্তু তাদের সামনে বাধা হয়ে উঠেছে কিছু প্রতিবন্ধকতা যা তাদের মাঝে ও তাওবার মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এসব প্রতিবন্ধকতার মধ্যে কিছু হলো মনের মধ্যে, আর কিছু হলো তার চর্তুপাশে। আমি এপুস্তিকা রচনা করেছি এ আশা করে যে, এসব বিষয় পরিস্কার করা ও এর হুকুম স্পষ্ট করে বর্ণনা করার লক্ষ্যে এবং শয়তানকে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে।[১]

এ পুস্তিকায় একটি ভূমিকা থাকবে গুনাহকে তুচ্ছজ্ঞান করার ভয়াবহতা সম্পর্কে, এরপর তাওবার শর্তাবলীর ব্যাখ্যা ও তার মানসিক চিকিৎসা সম্পর্কে। এরপর থাকবে তাওবা সম্পর্কে ফত্ওয়া, দলীল প্রমাণসহ কুরআন, হাদীস এবং আহলুল ইলমের অভিমত। পরিশেষে থাকবে একটি উপসংহার। আল্লাহর নিকট দু'আ করি, তিনি যেন আমাকে এবং আমার ভাইদেরকে এথেকে নসিহত ও উত্তম দাওয়াত গ্রহণ করার তাওফীক দান করেন এবং আমাদের সকলের তাওবা কবুল করেন।

মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ
আল-খুবার
সৌদী আরব

---

১. এ পুস্তিকাটি মূলত একটি বক্তৃতা যা আমি ২৭ রবিউল আওয়াল, ১৪০৯ হিজরীতে দিয়েছিলাম।

পাপকে তুচ্ছজ্ঞান করার ভয়াবহতা

আপনি জেনে রাখুন (আল্লাহ আপনাকে ও আমাকে দয়া করুন) পরাক্রমশালী আল্লাহ তার বান্দাদের নির্দেশ দিয়েছেন নিষ্ঠার সাথে তাওবা করার জন্য। তিনি বলেন ঃ

«يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا»۔

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট নিষ্ঠার সাথে তাওবা কর (প্রত্যাবর্তন কর)।" (সূরা আত্তাহরীম ঃ ৮)

আল্লাহ আমাদেরকে তাওবার ব্যাপারে অনেক ঢিল দিয়েছেন কেরামীন কাতেবীন লিখার পূর্বে। রাসূল (সা.) বলেন, নিশ্চয় বামপাশের ফেরেশতা কলম উঠিয়ে রাখেন ছয় ঘন্টা পর্যন্ত ভুলকারী মুসলিম বান্দা থেকে। বান্দা যদি অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায় তাহলে তা মাফ করে দেওয়া হয়, নতুবা একটি গুনাহ লিখা হয়। (তাবারানী, বায়হাকী, ইমাম আলবানী হাদীসটি হাসান বলে অবিহিত করেছেন) আরেকটি ফুরসত হলো লিখার পরে এবং মৃত্যু উপস্থিত হবার পূর্বে।

বর্তমান যুগের সমস্যা হলো অনেক মানুষই আল্লাহকে ভয় করে না, তারা রাতদিন বিভিন্ন রকমের গুনাহ করে চলেছে। এদের কেউ কেউ আবার গুনাহকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। এজন্য দেখবেন এদের কেউ কেউ সগীরা গুনাহকে খুবই তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে থাকে। যেমন বলে, একবার খারাপ কিছু দেখলে অথবা কোন বেগানা মহিলার সাথে করমর্দন করলে কি-ই বা ক্ষতি হবে?

অনেকেই আগ্রহ ভরে হারাম জিনিসের দিকে নজর দেয় পত্র-পত্রিকায় বা টিভি সিরিয়াল বা সিনেমার দিকে, এমনকি এদের কেউ কেউ যখন জানতে পারে যে এটি হারাম, তখন খুবই রসিকতা করে প্রশ্ন করে, এতে কত গুনাহ রয়েছে? এটি কি কবীরা গুনাহ না সগীরা গুনাহ? আপনি যখন এটির বাস্তব অবস্থা জানবেন তখন তুলনা করে দেখুন নিম্নোক্ত দুটি বর্ণনার সাথে যা ইমাম বুখারী উল্লেখ করেছেন ঃ

১. হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা এমন সব কাজ কর যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের চেয়েও সুক্ষ। কিন্তু আমরা রাসূলুল্লাহর যুগে এগুলোকে মনে করতাম ধ্বংসকারী।

২. হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন মুমিন গুনাহকে এভাবে দেখে থাকে যে, সে যেন এক পাহাড়ের নিচে বসে আছে যা তার মাথার ওপর ভেঙ্গে পড়বে। পক্ষান্তরে পাপী তার গুনাহকে দেখে যেন মাছি তার নাকের ডগায় বসেছে, তাকে এভাবে তাড়িয়ে দেয়।

এরা কি বিষয়টির বিপজ্জনকতা উপলব্ধি করতে পারবে যখন তারা রাসূলের এ হাদীস পাঠ করবে ঃ

"إِيَّاكُمْ وَمُحَقِّرَاتِ الذُّنُوْبِ ، فَإِنَّمَا مَثَلُ مُحَقِّرَاتِ الذُّنُوْبِ كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوْا بِبَطْنِ وَادٍ ، فَجَاءَ ذَا بِعُوْدٍ ، وَجَاءَ ذَا بِعُوْدٍ ، حَتّٰى حَمَلُوْا مَا أَنْضَجُوْا بِهِ خُبْزَهُمْ ، وَإِنَّ مُحَقِّرَاتِ الذُّنُوْبِ مَتٰى يُؤْخَذْ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكْهُ "-

"সাবধান! তোমরা পাপকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে না। গুনাহকে তুচ্ছজ্ঞানকারীর উদাহরণ হলো ঐ লোকদের মত যারা কোন মাঠে বা প্রান্তরে গিয়ে অবস্থান নিল এবং তাদের প্রত্যেকেই কিছু কিছু করে লাকড়ী সংগ্রহ করে নিয়ে এলো, শেষ পর্যন্ত তা দ্বারা তাদের খাবার পাকানো হয়ে গেল। নিশ্চয় গুনাহকে তুচ্ছজ্ঞানকারী ব্যক্তিকে যখন ধরা হবে তখন তাকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। অপর বর্ণনায় এসেছে সাবধান! তোমরা গুনাহকে তুচ্ছ মনে করবে না। কেননা গুনাহ কারো কাঁধে জমা হলে তাকে ধ্বংস করে ছাড়বে।" (আহমদ, সহীহ আল-জামে ২৬৮৬-২৬৮৭)

বিদ্যানরা উল্লেখ করেছেন, যখন সগীরা গুনাহর সাথে লজ্জাশরম কম হওয়া কোন কিছুতে ভ্রুক্ষেপ না করা এবং খোদাভীতি না থাকা ও আল্লাহর ব্যাপারে ভক্তি না থাকা যুক্ত হবে তখন একে কবীরা গুনাহতে পরিণত করবে বরং একে প্রথম পর্যায়ের কবিরায় পরিণত করবে। এজন্যই বলা হয়েছে ক্রমাগত পাপ করলে তা আর সগীরা থাকে না এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলে কবীরা থাকে না। অর্থাৎ

ক্রমাগতভাবে সগীরা গুনাহ করতে থাকলে তা কবীরা গুনাহে পরিণত হয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকলে কবীরা গুনাহ আর থাকে না তা মাফ হয়ে যায়। যার এ অবস্থা তাকে আমরা বলি, গুনাহ ছোট আপনি এদিকে দৃষ্টি দিবেন না, বরং আপনি দৃষ্টি দিবেন এদিকে যে, আপনি কার অবাধ্যতা করছেন।

আমার এ কথাগুলো দ্বারা অবশ্যই উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ সত্যবাদীগণ, যারা অনুভব করেছেন তাদের গুনাহ ও ঘাটতির ব্যাপারটি। তারা নয় যারা তাদের গোমরাহীতে অনঢ়, তাদের বাতিল অবস্থার প্রতি অবিচল।

এটি তাদের জন্য যারা বিশ্বাস করে মহান আল্লাহর এ বাণীকে ঃ

«نَبِّئْ عِبَادِيْ اَنِّيْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ»- (الحجر : ٤٩)

"আপনি আমার বান্দাদের জানিয়ে দিন যে, নিশ্চয় আমিই একমাত্র ক্ষমাকারী দয়ালু।" (সূরা আল-হিজর ঃ ৪৯)

তেমনি যারা ঈমান রাখে এ বাণীর ওপর ঃ

«وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الاَلِيْمُ» - (الحجر : ٥٠)

"আর নিশ্চয় আমার শাস্তিই হলো যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।" (সূরা আল-হিজর ঃ ৫০)

তাওবা কবুল হবার জন্য শর্ত সমূহ ও এর পরিপূরক বিষয়

তাওবা শব্দটি এক মহান শব্দ। এর অর্থ খুবই গভীর। এমনটি নয় যা অনেকেই মনে করে থাকেন, মুখে শব্দটি বললাম অতপর গুনাহে লিপ্ত থাকলাম। আপনি আল্লাহর এ বাণীকে একটু চিন্তা করে দেখুনঃ

«وَاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ»ـ (هود : ٣)

"তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতপর তার দিকে প্রত্যাবর্তন (তাওবা) কর।" (সূরা হুদ ঃ ৩) দেখতে পাবেন যে তাওবা হলো ক্ষমা প্রার্থনার চেয়েও একটি অতিরিক্ত বিষয়।

কেননা কোন গরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য অবশ্য কিছু শর্ত থাকে। আলেম-ওলামা কুরআন ও হাদীস মন্থন করে তাওবার জন্য কতিপয় শর্ত উল্লেখ করেছেন, তা হলো ঃ

প্রথমত ঃ দ্রুত পাপ থেকে বিরত হওয়া।

দ্বিতীয়ত ঃ পূর্বে যা ঘটে গেছে সে জন্য অনুতপ্ত হওয়া।

তৃতীয়ত ঃ পুনরায় পাপ কাজে ফিরে না আসার জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা।

চতুর্থত ঃ প্রাপকদের হক ফিরিয়ে দেয়া যা অন্যায়ভাবে নেয়া হয়েছিল অথবা তাদের নিকট থেকে মাফ চেয়ে নেওয়া।

কতিপয় আলেম খালেস তাওবার বিস্তারিত শর্ত উল্লেখ করেছেন। আমরা সেগুলো উদাহরণসহ আলোচনা করবো।

প্রথমত ঃ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে পাপ ত্যাগ করা, অন্য কোন কারণে নয় ঃ

পাপ ত্যাগ করতে হবে নিস্বার্থ ভাবে, যেমন এখন এসবে সামর্থ নেই বা আর এসব কর্ম করতে ভাল লাগে না অথবা লোকজন মন্দ বলবে এ ভয়ে পাপ ত্যাগ করা।

এজন্য তাকে তাওবাকারী বলা হবে না, যে পাপ ত্যাগ করেছে কেননা তা তার মানহানী ঘটায় বা এর জন্য হয়তো সে চাকুরীচ্যুত বা পদবী হারাতে পারে।

তাকে তাওবাকারী বলা যাবে না, যে পাপ ত্যাগ করল তার শক্তি ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য। যেমন কেউ জেনা করা ত্যাগ করলো যেন দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে বাঁচতে পারে অথবা তা তার শরীর ও স্মৃতি শক্তিকে দুর্বল করে দিচ্ছে।

তেমনি ভাবে তাকে তাওবাকারী বলা যাবে না, যে চুরি করা ছেড়ে দিয়েছে, কেননা সে এখন আর কোন বাড়ীতে ঢুকার পথ পায় না বা সিন্ধুক খুলতে অসমর্থ কিম্বা পাহারাদার ও পুলিশের ভয়ে।

তাকে তাওবাকারী বলা হবে না, যে ঘুষ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে এজন্য, তার ভয় হলো যে ঘুষ দিতে চাচ্ছে সে দুর্নীতিদমন বিভাগের লোক। তাকে তাওবাকারী বলা যাবে না, যে মদপান, মাদকদ্রব্য বা হেরোইন সেবন ইত্যাদি ছেড়ে দিয়েছে দারিদ্রের কারণে।

তেমনি ভাবে তাকে তাওবাকারী বলা যাবে না, যে সামর্থহীন হবার কারণে গুনাহ করা ছেড়ে দিল। যেমন মিথ্যা কথা বলা ছেড়েছে তার কথায় জড়তা সৃষ্টি হবার কারণে কিম্বা জেনা করছে না যেহেতু সে সহবাস করার ক্ষমতা রাখে না কিম্বা চুরি করা ছেড়ে দিয়েছে আহত হয়ে পঙ্গু হয়ে পড়ার কারণে। বরং এ সবে অবশ্যই অনুতপ্ত হতে হবে, সবধরনের পাপ থেকে মুক্ত হতে হবে এবং অতীত কর্মকান্ডের জন্য লজ্জিত থাকতে হবে। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ

"اَلنَّدَمُ تَوْبَةٌ"۔ (رواه أحمد وابن ماجة ، صحيح الجامع ٦٨٠٢)

"অনুতপ্ত হওয়াই হলো তাওবা।" (আহমাদ, ইবনে মাজা, সহীহ আল-জামে ৬৮০২)

মহান আল্লাহ অপারগতার দ্বারা আকাংখা পোষণকারীকে কর্ম সম্পাদনকারীর মর্যাদায় ভুষিত করেছেন। আপনি জানেন না যে, রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ

"اِنَّمَا الدُّنْيَا لِاَرْبَعَةِ نَفَرٍ : عَبْدٌ رَزَقَهُ اللّٰهُ مَالاً وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِيْ فِيْهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلّٰهِ فِيْهِ حَقًّا ، فَهٰذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ . وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللّٰهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً ، فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ . يَقُوْلُ : لَوْ اَنَّ لِيْ مَالاً لَعَمِلْتُ

بِعَمَلِ فُلاَنٍ ، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ ، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ . وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللّٰهُ مَالاً وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا يَخْبِطُ فِيْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاَيَتَّقِيْ فِيْهِ رَبَّهُ ، وَلاَ يَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهُ ، وَلاَ يَعْلَمُ لِلّٰهِ فِيْهِ حَقًّا ، فَهٰذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ . وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللّٰهُ مَالاً وَلاَ عِلْمًا فَهُوَيَقُوْلُ : لَوْ أَنَّ لِيْ مَالاً لَعَمِلْتُ فِيْهِ بِعَمَلِ فُلاَنٍ ، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ ، فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ".

"দুনিয়া হলো চার প্রকার লোকের জন্য ঃ ১. সেই বান্দার জন্য যাকে আল্লাহ মাল ও জ্ঞান দান করেছেন সুতরাং সে এতে তার প্রভুকে ভয় করছে, তার আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রাখছে এবং তার ব্যাপারে আল্লাহর হক জানছে, এ হলো সর্বোত্তম অবস্থানে। ২. সেই বান্দা যাকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেছেন কিন্তু মাল দেননি, সে হলো সঠিক নিয়তের লোক, যে বলে, যদি আমার টাকা-পয়সা থাকতো তাহলে উমুকের জন্য এ কাজটি করে দিতাম। সে তার নিয়ত অনুযায়ী সওয়াব পাবে। এদের দু'জনের নেকী সমান হবে। ৩. আর সেই বান্দা যাকে আল্লাহ টাকা-পয়সা দিয়েছেন কিন্তু জ্ঞান দান করেননি। সে না জেনেই তার টাকা পয়সা খরচ করছে এতে সে আল্লাহকে ভয় করে না, আত্মীয়তা রক্ষা করে না এবং এতে আল্লাহর হকও সে জানে না। সে হলো সর্ব নিকৃষ্ট অবস্থানে। ৪. আর সেই বান্দা যাকে আল্লাহ মালও দেননি জ্ঞানও দেননি, সে বলে আমার টাকা পয়সা থাকলে উমুকের জন্য এটা (খারাপ কাজ) করতাম। সে তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিদান পাবে। এরা দু'জনই গুনাহর দিক থেকে সমান। (আহমাদ, তিরমিযী; সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব ১/৯)

দ্বিতীয়ত ঃ পাপের কদর্যতা ও ভয়াবহতা অনুভব করা ঃ

অর্থাৎ সঠিক তাওবার সাথে কক্ষণো আনন্দ ও মজা পাওয়া যাবে না অতীত পাপের কথা স্মরণ হলে অথবা কক্ষণো ভবিষ্যতে সেসব কাজে ফিরে যাবে এ কামনা মনে স্থান পাবে না।

ইবনুল কাইয়্যেম (রহ.) তাঁর লিখা 'রোগ ও চিকিৎসা' এবং 'ফাওয়াইদ' নামক গ্রন্থে গুনাহের অনেক ক্ষতির কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে ঃ জ্ঞান থেকে বঞ্চিত

হওয়া, অন্তরে একাকিত্ব অনুভব করা, কাজকর্ম কঠিন হয়ে যাওয়া, শরীর দুর্বল হয়ে যাওয়া, আল্লাহর আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হওয়া, বরকত কমে যাওয়া, কাজে সমন্বয় না হওয়া, বক্ষ সংকুচিত হয়ে আসা, বেশী বেশী পাপ কাজ সৃষ্টি হওয়া, গুনাহের কাজে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া, আল্লাহর ব্যাপারে পাপীর অনাসক্তি সৃষ্টি হয় এবং লোকজন তাকে অশ্রদ্ধা করে, জীবজন্তু তাকে অভিশাপ দেয়, সে সর্বদা অপমানিত হতে থাকে, অন্তরে মোহর পড়ে যায়, লানতের মাঝে পড়ে এবং দু'আ কবুল হয় না, জলে ও স্থলে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়, আত্মমর্যাদা বোধ কমে যায়, লজ্জা চলে যায়, নিয়ামত দূর হয়ে যায়, আজাব নেমে আসে, পাপীর অন্তরে সর্বদা ভয় নেমে আসে এবং সে শয়তানের দোসরে পরিণত হয়, তার জীবন সমাপ্তি হয় মন্দের ওপর এবং পরকালীন আজাবে নিপতিত হয়।

পাপের এই ক্ষতি ও বিপর্যয় যদি বান্দা জানতে পারে তাহলে সে পাপ থেকে সম্পূর্ণভাবে দূরে থাকবে। কিছু কিছু লোক এক পাপ ছেড়ে আরেক পাপ করতে শুরু করে তার কিছু কারণ হলো ঃ

১. মনে করে যে, এর পাপ কিছুটা হালকা ।

২. মন এর দিকে বেশী আকৃষ্ট হয় এবং এর দিকে ঝোক খুবই প্রবল থাকে।

৩. এ পাপ করার জন্য পারিপার্শিক অবস্থা সহজ ও সহায়ক হয় অন্যটির তুলনায়, অন্য পাপের মোকাবেলায় যার জন্য অনেক কিছু জোগাড় করা লাগে।

৪. তার সঙ্গী সাথীরা এ পাপের সাথে জড়িত, তাদেরকে ত্যাগ করা কঠিন বলে মনে হয়।

৫. কোন ব্যক্তির নিকট বিশেষ পাপ তার মান সম্মানের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় তার সঙ্গী সাথীদের মাঝে। এজন্য সে চিন্তা করে যেন তার অবস্থান ধরে রাখে এবং এ পাপ অব্যাহত রাখে, যেমনটি ঘটে বিভিন্ন অপরাধ ও সন্ত্রাসী গ্রুপের প্রধানদের বেলায়, যেমনটি ঘটেছিল অশ্লীল কবি আবু নাওয়াসের বেলায়, যখন তাকে কবি আবুল আতাহিয়া উপদেশ দেয় ও ভৎসনা করে তার পাপের জন্য। সে তখন জবাবে লিখে-

হে আতাহিয়া! তুমি কি চাও আমি
ছেড়ে দেই আনন্দ ফুর্তি করা
তুমি কি চাও আমি ধর্মকর্ম করে হারিয়ে ফেলি
আমার লোকদের কাছে আমার মর্যাদা।

তৃতীয়ত ঃ যার জন্য তাওবার প্রয়োজন সে যেন তাড়াতাড়ি তাওবা করে। কারণ তাওবা করতে দেরী করাটাই পাপ।

চতুর্থত ঃ তার তাওবার ব্যাপারে কমতি রয়েছে বলে যেন আশংকা করে এবং এ ধারণা না করে যে, তা কবুল হয়ে গেছে, তাহলে সে নিশ্চিত হয়ে যাবে এবং আল্লাহর পরখ থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারে।

পঞ্চমত ঃ আল্লাহর হক যা ছুটে গেছে তা যথাসম্ভব আদায় করা। যেমন জাকাত দেয়া যা সে পূর্বে দেয়নি। কেননা এতে আবার দরিদ্র লোকজনের অধিকারও রয়েছে।

ষষ্ঠত ঃ পাপের স্থানকে ত্যাগ করা যদি সেখানে অবস্থান করলে আবার সে পাপে জড়িয়ে পড়ার আশংকা থাকে।

সপ্তমত ঃ যারা পাপ কাজে সহযোগিতা করে তাদেরকে পরিত্যাগ করা (এটি ও পূর্ববর্তীটি ১০০ লোক হত্যাকারীর হাদীস থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«اَلْاَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِيْنَ»-

"আন্তরিক বন্ধুরাই সেদিন একে অপরের শত্রুতে পরিণত হবে, মুত্তাকীরা ছাড়া।" (সূরা যুখরুফ ঃ ৬৭)

খারাপ সাথীরা একে অপরকে কিয়ামতের দিন অভিশাপ দিবে। এজন্য হে তাওবাকারী, আপনাকে এদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে ও এদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে, যদি আপনি তাদেরকে দাওয়াত দিতে অপারগ হন। শয়তান যেন আপনার ঘাড়ে আবার সওয়ার হবার সুযোগ না পায় এবং আপনাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে আবার কুপথে নিয়ে না যায়। আর আপনিতো জানেন যে, আপনি দুর্বল তাকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবেন না। এ ধরনের অনেক ঘটনা রয়েছে যে, অনেক লোকই তার পুরাতন বন্ধু বান্ধবের সাথে সম্পর্ক হবার পর আবার পাপ পথে জড়িয়ে পড়েছে।

অষ্টমত ঃ নিজের কাছে রক্ষিত হারাম জিনিসকে নষ্ট করে ফেলা। যেমন মাদক দ্রব্য, বাদ্যযন্ত্র, যেমন একতারা, হারমনিয়াম অথবা ছবি, ব্লুফ্লিম, অশ্লীল নভেল নাটক। এভাবে এগুলো নষ্ট করে ফেলতে হবে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। তাওবাকারীকে সঠিক পথে দৃঢ়ভাবে থাকার জন্য অবশ্যই সব

জাহেলিয়াতের জিনিস থেকে মুক্ত হতে হবে । এ ধরনের অনেক ঘটনা রয়েছে, যাতে দেখা যায়, এসব হারাম জিনিসই তাওবাকারীর পূর্বের অবস্থানে ফিরে যাবার পিছনে প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এর দ্বারাই সে পথভ্রষ্ট হয়েছে। আমরা আল্লাহর নিকট সঠিক পথে টিকে থাকার জন্য তাওফীক কামনা করছি।

নমব ঃ ভাল সঙ্গী-সাথী গ্রহণ করতে হবে যারা তাকে দ্বীনের ব্যাপারে সহায়তা করবে এবং এরা হবে খারাপ সঙ্গী সাথীর বিকল্প। আর চেষ্টা করতে হবে বিভিন্ন ধর্মীয় ও ইলমী আলোচনায় বসার জন্য। নিজেকে সবসময় এমন কাজে মশগুল রাখতে হবে যাতে কল্যাণ রয়েছে, যেন শয়তান তাকে পূর্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার সুযোগ না পায়।

দশম ঃ নিজ শরীরের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে যাকে সে হারাম দিয়ে প্রতিপালন করেছে। একে আল্লাহর আনুগত্যের কাজে লাগাতে হবে এবং হালাল রুজি খেতে হবে যেন শরীরে আবার পবিত্র রক্ত-মাংস সৃষ্টি হয়।.

একাদশ ঃ তাওবা যেন দীর্ঘশ্বাস (ঘড়ঘড়া) উঠার পূর্বেই সংঘঠিত হয় এবং পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হবার পূর্বে হয়ে থাকে। ঘড়ঘড়ার অর্থ হলো কণ্ঠনালী হতে এমন শব্দ বের হওয়া যা মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে হয়ে থাকে। এর উদ্দেশ্য হলো কিয়ামতের পূর্বেই তাওবা করতে হবে তা ছোট কিয়ামত হোক (মৃত্যু) বা বড় কিয়ামতই হোক (পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া)। কেননা নবী করীম (সা.) বলেছেন ঃ

"مَنْ تَابَ إِلَى اللّٰهِ قَبْلَ أَنْ يُّغَرْغِرَ قَبِلَ اللّٰهُ مِنْهُ"-

"যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট তাওবা করবে ঘড়ঘড়া উঠার পূর্বে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন।" (আহমাদ, তিরমিযী, সহীহ আল-জামে ৬১৩২)

অপর হাদীসে তিনি বলেন ঃ

"مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ"- (رواه مسلم)

"যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠার পূর্বে তাওবা করবে, আল্লাহ তা'আলা তার তাওবা কবুল করবেন।" (মুসলিম)

মহান তাওবা

আমরা এখানে এই উম্মতের প্রথম যুগের রাসূলের সাহাবাদের তাওবার ঘটনা উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করবো।

হযরত বুরায়দা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মায়েয ইবনে মালেক আল-আসলামী রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার আত্মার ওপর জলুম করেছি, আমি জিনা করেছি। আমি চাই আপনি আমাকে পবিত্র করুন। তখন রাসূল (সা.) তাকে ফিরেয়ে দিলেন। পরের দিন সে আবার এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জিনা করেছি, তখন তাকে দ্বিতীয়বার ফিরিয়ে দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) তার সম্প্রদায়ের নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে, তার মানসিক কোন সমস্যা আছে বলে তোমরা জান কি? তারা বললো, আমরা তো এ ধরনের কিছু জানিনা। তাকে আমরা পূর্ণ জ্ঞানবানই দেখছি। আমাদের দৃষ্টিতে সে সুস্থ মানুষ। এরপর সে তৃতীয়বার আবার রাসূলের নিকট আসে এবং রাসূল আবার তার কবিলার নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করেন। তারা জানায়, তার কোন মানসিক সমস্যা নেই। অতপর যখন সে চতুর্থবার আসে তখন তার জন্য গর্ত খুঁড়া হয়, তাকে পাথর ছুড়ে হত্যা করা হয়।

তিনি বলেন, গামেদিয়া (গামেদিয়া গোত্রের জনৈকা মহিলা) এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ব্যভিচার করেছি, আপনি আমাকে পবিত্র করুন। তখন রাসূল তাকে ফিরিয়ে দিলেন। পরের দিন সে আবার এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! কেন আপনি আমাকে ফেরত পাঠালেন? হয়তো আপনি আমাকে মায়েযের মত ফেরত পাঠাচ্ছেন। আল্লাহর শপথ! আমি গর্ভবর্তী। তখন তিনি তাকে বললেন, যখন সন্তান প্রসব করবে, তারপর এসো। সন্তান জন্ম নেবার পর বাচ্চাটাকে একটি কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে তিনি রাসূলের নিকট হাজির হলেন।

তিনি তাকে বললেন, যাও যখন খাবার খেতে পারবে তখন এসো। এরপর যখন বাচ্চা খাবার খেতে শুরু করে তখন মহিলা তার সন্তানকে নিয়ে এসে হাজির হয়, তখন বাচ্চার হাতে এক টুকরা রুটি ধরা ছিল। সে বলে, হে আল্লাহর রাসূল! বাচ্চা এখন খাবার খাচ্ছে। অতঃপর তার বাচ্চাটাকে একজন মুসলমানের জিম্মায় দেয়া হলো। এরপর তার বুক পর্যন্ত গর্ত খুড়তে নির্দেশ দেয়া হলো। এরপর লোকদের নির্দেশ দেয়া হলো তাকে যেন পাথর ছুড়ে হত্যা করা হয়। হযরত খালিদ ইবনে অলিদ একটা পাথর ছুঁড়ে তার মাথায় মারেন, যার ফলে রক্ত ছুটে খালিদের মুখে এসে পড়ে, এজন্য খালিদ তাকে গালি দেন। নবী করীম (সা.) তার গালি শুনতে পেয়ে বলেন, ধীরে, হে খালিদ! আমার জীবন যে সত্ত্বার হাতে রয়েছে তার কসম। এই মহিলা এমন তাওবা করেছে যদি এ তাওবা কোন ট্যাক্স আদায়কারী করতো তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হতো। এরপর নির্দেশ দেয়া হয় এবং তার জানাযা পড়ে তাকে দাফন করা হয়। (মুসলিম)

এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তাকে রজম করলেন (পাথর ছুঁড়ে হত্যা করলেন) এরপর তার আবার জানাযা পড়বেন? তখন তিনি বললেন, সে এমন তাওবা করেছে তা যদি মদীনার সত্তর জন লোকের জন্য বন্টন করে দেয়া হতো, তাহলে তা যথেষ্ট হতো। তুমি কি এর চেয়ে আর কাউকে উত্তম দেখেছো? যে আল্লাহর উদ্দেশ্যেই নিজের জীবন নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। (মুসান্নিফে আবদুর রাজ্জাক ৭/৩২৫)

তাওবা পূর্বের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেয়

কেউ হয়তো বলতে পারেন, আমি তাওবা করতে চাই কিন্তু কে আমাকে নিশ্চয়তা দেবে যে, আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করবেন? আমি সঠিক পথে চলতে চাই কিন্তু আমার মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব রয়েছে, যদি আমি নিশ্চিতভাবে জানতে পারতাম আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করবেন তাহলে আমি তাওবা করতাম ?

আমি তাকে বলবো আপনার ভিতরে যে অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছে এমনটি ইতোপূর্বে রাসূলের সাহাবাদের মধ্যে হয়েছিল। আপনি যদি মনোযোগ সহকারে নিম্নোক্ত দু'টি রেওয়ায়েত পড়েন তাহলে আপনার মনের প্রশ্ন আশা কবি দূর হয়ে যাবে।

প্রথমত ঃ ইমাম মুসলিম (রহ.) আমর ইবনুল আ'সের (রা.) ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করেন। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'যখন আমার অন্তরে আল্লাহ ইসলামকে পছন্দনীয় করে দিলেন, তখন আমি নবী করীম (সা.) এর নিকট গিয়ে বললাম, আপনি আপনার হাত বাড়ান আমি বাইয়াত করবো।' তখন তিনি হাত বাড়ালে আমি হাত গুটিয়ে নেই, তিনি বলেন, "তোমার কি হলো হে আমর?" আমি বললাম, 'আমি শর্ত করতে চাই।' তিনি বলেন, "কিসের শর্ত?" বললাম, 'আমাকে যেন ক্ষমা করে দেয়া হয়।' তিনি বললেন, "হে আমর! তুমি কি জাননা যে, ইসলাম পূর্বের সবকিছু ধ্বংস করে দেয় এবং হিজরত পূর্বের সমস্ত গুনাহকে ধ্বংস করে দেয়।"

দ্বিতীয়ত ঃ মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে। কিছু মুশরিক লোক মানুষ হত্যা করে এবং তারা অনেক হত্যাকান্ড ঘটায়, জিনা করে এবং অনেক ব্যভিচার করে এরপর হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নিকট এসে বলে, আপনি যা বলেন এবং যার দিকে আহ্বান করেন তা অতি উত্তম। এখন আপনি যদি আমাদেরকে জানাতেন যে, আমরা যা করেছি এর কি কাফ্ফারা রয়েছে? তখন আল্লাহর এ বাণী নাযিল হয় ঃ

«وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا ءَاخَرَ وَلَايَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلَايَزْنُوْنَ ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا»۔ (الفرقان : ٦٨)

"আর যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন মা'বুদের উপাসনা করে না এবং আল্লাহ্ যাকে (হত্যা করা) হারাম করে দিয়েছেন, তাকে হত্যা করে না, শরী'অত সম্মত কারণ ব্যতীত, এবং তারা ব্যভিচার করে না, আর যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করবে, তবে তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।" (সূরা আল-ফুরকান ঃ ৬৮)

এবং এ আয়াতটিও নাজিল হয় ঃ

«قُلْ يَا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ط اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ»۔ (الزمر : ٥٣)

"আপনি বলে দিন যে, (আল্লাহ্ বলেন) হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর অত্যাচার করেছো, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার রহ্‌মত হতে নিরাশ হয়ো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ (অতীতের) সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করবেন; নিশ্চয় তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, দয়ালু।" (সূরা আয্‌যুমার ঃ ৫৩)

আল্লাহ কি আমাকে ক্ষমা করবেন?

আপনি হয়তো আমাকে বলতে পারেন, আমি তাওবা করতে চাই কিন্তু আমার গুনাহের পরিমাণ অনেক বেশী, আমি যত রকমের গুনাহ আছে তা সবই করেছি। পাপ যত রকমের হতে পারে সব পাপই কামাই করেছি। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, বিগত এত বছরের সব পাপ কি আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন?

হে সম্মানিত ভাই! আপনাকে আমি বলছি, এটি বিশেষ কোন সমস্যা নয় বরং এটা অনেকেরই সমস্যা যারা তাওবা করতে চায়। একজন যুবকের কথা উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করতে চাই যে একবার প্রশ্ন উত্থাপন করে ছিল, খুব অল্প বয়স থেকেই সে পাপ কাজ করতে শুরু করে। এখন তার বয়স মাত্র সতের বছর। এই বয়সেই তার পাপের ফিরিস্তি অনেক লম্বা। ছোট বড় সব ধরনের পাপই সে করেছে। সে ছোট বড় বিভিন্ন ধরনের মানুষের সাথে পাপ কর্ম করেছে। এমনকি সে ছোট মেয়েদেরকে পর্যন্ত ধর্ষণ করেছে। সে অনেক চুরিও করেছে, এরপর সে বলে, আমি আল্লাহর নিকট তাওবা করেছি মাঝে মধ্যে রাত জেগে তাহাজ্জুদ পড়ি, প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার নফল রোজা রাখি এবং ফজর নামাযের পর কুরআন মজীদ পড়ি, আমার কি তাওবা কবুল হবে?

আমরা ইসলামের অনুসারী। আমাদের মূলনীতি হলো কুরআন সুন্নাহ থেকে ফয়সালা ও প্রতিকার গ্রহণ করা। তাতে পেলাম মহান আল্লাহর এ বাণী ঃ

« قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ط اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ وَاَنِيْبُوْا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُوْنَ »ـ (الزمر : ٥٣-٥٤)

"আপনি বলে দিন যে, (আল্লাহ্ বলেন) হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর অত্যাচার করেছো, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার রহ্মত হতে নিরাশ হয়ো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ (অতীতের) সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করবেন; নিশ্চয় তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, দয়ালু। এবং আপনার রবের দিকে আপনি প্রত্যাবর্তন করুন এবং তার

নিকট আত্মসমর্পন করুন আযাব আসার পূর্বেই, অতপর আর সাহায্য করা হবে না।" (সূরা আয্যুমার ঃ ৫৩-৫৪)

এটিই হচ্ছে উল্লেখিত সমস্যার সুক্ষ্ম জবাব এবং এটি অত্যন্ত স্পষ্ট, ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নেই । কিন্তু পাপ যে অনেক আল্লাহ ক্ষমা করবেন কিনা- এ অনুভূতির সুষ্টি হয়েছে প্রথমতঃ আল্লাহর রহমতের ব্যাপকতা সম্পর্কে বান্দার দৃঢ় বিশ্বাস না থাকার কারণ হতে। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর ক্ষমা করার ক্ষমতা সম্পর্কে ঈমানে ঘাটতি থাকার কারণে। তৃতীয়তঃ অন্তরের আমল দুর্বল থাকার কারণে, তা হলো আশা-আকাঙ্খা। চতুর্থতঃ তাওবার কার্যকর ক্ষমতা সম্পর্কে এ ধারনা না থাকা যে, তা সব গুনাহকেই ক্ষমা করে দিতে পারে। আমি এসবগুলোরই জবাব প্রদান করছি ঃ

প্রথমতঃ মহান আল্লাহর এ বাণীই এর ব্যাখ্যা হিসাবে যথেষ্ট হবে ঃ

«وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ»۔ (الأعراف : ١٥٦)

"আমার রহমত সব কিছুকে ঢেকে ফেলেছে।" (সূরা আল-আ'রাফ ঃ ১৫৬)

দ্বিতীয়ত ঃ এক্ষেত্রে হাদীসে কুদসীই যথেষ্ট। মহান আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি জানলো যে, আমি গুনাহ মাফ করার ক্ষমতা রাখি তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেব এ ব্যাপারে কোন কিছুতেই পরওয়া করবো না। যদিনা সে আমার সাথে কোন কিছু শিরক করে থাকে। (তবারানী, হাকেম, সহীহ আল-জামে ৪৩৩০) এটি হবে, যখন বান্দা আল্লাহর সাথে পরকালে সাক্ষাত করবে।

তৃতীয়ত ঃ এর জন্য এই বিরাট হাদীসে কুদসীই চিকিৎসা। হে আদম সন্তান! তুমি যা দু'আ করবে এবং আমার নিকট আশা করবে তাহলে তোমাকে আমি ক্ষমা করে দেব তোমার যে আপরাধই থাকুক না কেন এবং আমি এ ব্যাপারে কোন ভ্রুক্ষেপই করবো না। হে আদম সন্তান! যদি তোমার পাপ আসমানেও ঠেকে যায় অতপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর তাহলে আমি ক্ষমা করে দেব এবং এ ব্যাপারে কোন কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ করবো না। হে আদম সন্তান! যদি তুমি জমীন ভর্তি গুনাহ নিয়ে আসো অতপর আমার সাথে শিরক না করে আস তাহলে তোমাকে জমীন ভর্তি ক্ষমা দান করবো। (তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ)

এক্ষেত্রে রাসূলের এ হাদীসই যথেষ্ট, "যে ব্যক্তি তাওবা করল তার যেন কোন গুনাহ নেই।"

ক্ষমাকে যারা খুব কঠিন বলে মনে করে এবং চিন্তা করে, আল্লাহ কঠিন পাপ ক্ষমা করবেন কিনা? তাদের জন্য নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করছি।

একশ লোক হত্যাকারীর তাওবা

হযরত আবু সাঈদ সা'দ বিন মালেক বিন সিনান আল-খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সা.) বলেন,

তোমাদের পূর্বের জাতির এক লোক নিরানব্বই জনকে হত্যা করে, এরপর সে সবচেয়ে একজন জ্ঞানী লোকের খোঁজ করে, তখন তাকে একজন আবেদের কথা বলা হয়। সে তাকে গিয়ে বলে, আমি নিরানব্বই জন মানুষকে খুন করেছি, আমার তাওবা হবে? সে বলল, না। অতপর তাকে হত্যা করে সে একশ লোক পূরা করে। অতপর সে একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির খোঁজ করলে একজন আলেমের খোজ দেয়া হয়। সে তাকে গিয়ে বলে, আমি একশ লোক হত্যা করেছি, আমার কি তাওবা করার সুযোগ আছে? তিনি বললেন, হাঁ আছে। কে তোমার ও তাওবার মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। তুমি উমুক স্থানে যাও, সেখানে কিছু মানুষ রয়েছে যারা আল্লাহর ইবাদত করে তুমি তাদের সাথে গিয়ে আল্লাহর আরাধনা কর। আর তুমি তোমার এলাকায় ফিরে যেও না। কেননা তোমার এলাকাটা খুব খারাপ এলাকা। সে তখন যাত্রা শুরু করে। অর্ধেক পথ অতিক্রম করার সময় তার মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়। অতপর তার ব্যাপারে রহমত ও আযাবের ফেরেশতারা বিবাদে লিপ্ত হয়। রহমতের ফেরেশতারা বলে, সে তাওবা করে আল্লাহর পানে ছুটে এসেছে। পক্ষান্তরে আযাবের ফেরেশতারা বলে, সে কক্ষনো কোন ভাল কাজই করেনি। অতপর সেখানে মানুষের বেশে একজন ফেরেশতা আসে। তারা তাকে বিচারক মানে। তিনি বলেন, তোমরা দুদিকটা মেপে দেখ। সে যেদিকে নিকটবর্তী হবে, তাকে সেদিকের বলে ধরে নেয়া হবে। অতপর মেপে দেখা গেল যে, সে যেদিকে যাচ্ছিল সে দিকটাই নিকটে। এর ফলে তাকে রহমতের ফেরেশতারা নিয়ে যায়। (বুখারী, মুসলিম)

অপর বর্ণনায় এসেছে- সেছিল ভাল গ্রামটার দিকে একবিঘত পরিমান আগানো যার ফলে তাকে সেদিকের ধরে নেয়া হয়। অপর বর্ণনায় এসেছে- আল্লাহ অহি করে দেন যেন এদিক দূরে হয়ে যায় এবং ঐদিকটা নিকটে হয়ে যায় এবং বলেন এর মধ্যখান মাপো যার ফলে তারা মাত্র এক বিঘত পরিমাণ এর দিকে আগান পায়, যার ফলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।"

হাঁ, তার মাঝে ও তাওবার মাঝে কে বাধা হয়ে দাঁড়াবে? যারা আজকে তাওবা করতে চান তাদের গুনাহ্ কি এ ব্যক্তির চেয়েও বেশী বলে মনে করেন, তাহলে হতাশা কেন?

বরং হে মুসলিম ভাই! বিষয়টি এর চেয়েও বড়। আপনি মহান আল্লাহর এ বাণীকে একটু গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখুন ঃ

«وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا ءَاخَرَ وَلَايَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَايَزْنُوْنَ ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ـ يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا ـ اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنٰتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا» ـ (الفرقان : ٦٨-٧٠)

""আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বুদের উপাসনা করে না এবং আল্লাহ যাকে (হত্যা করা) হারাম করে দিয়েছেন, তাকে হত্যা করে না, শরী'অত সম্মত কারণ ব্যতীত, এবং তারা ব্যভিচার করে না, আর যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করবে, তবে তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং সে তাতে অনন্তকাল লাঞ্ছিত অবস্থায় থাকবে। কিন্তু যারা তাওবা করবে এবং ঈমান আনবে আর নেক কাজ করতে থাকবে আল্লাহ তাদের পাপসমূহকে পুণ্যে পরিবর্তন করে দিবেন। আর আল্লাহ বড়ই করুনাময়।" (সূরা আল-ফুরকান ঃ ৬৮-৭০)

একটু ভালভাবে চিন্তা করে দেখুন এ বাণীটি, তাদের পাপকে আল্লাহ নেকীতে পরিবর্তন করে দিবেন। এতে আপনার নিকট মহান আল্লাহর অসীম অনুগ্রহের কথাই স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে। আলেমরা বলেন, পরিবর্তন দু'ভাবে হতে পারে ঃ

এক. খারাপ গুনকে ভালগুনে পরিবর্তন করে দেয়া। যেমন তাদের শিরককে ঈমানে পরিবর্তন করে দেয়া এবং ব্যভিচারকে পুত পবিত্রায়, মিথ্যাকে সত্যবাদিতায় এবং খিয়ানতকে আমানদারীতে পরিবর্তন করে দেয়া।

দুই. তারা যে পাপ করেছে তা কিয়ামতের দিন নেকীতে রূপান্তরিত করে দেয়া। আপনি একটু ভাল করে পাঠ করুন, তাদের পাপকে নেকীতে পরিবর্তন করে দিবেন। তিনি একথা বলেননি প্রত্যেক পাপের স্থানে নেকীতে পরিবর্তন করবেন। কেননা হতে পারে কম বা সমান অথবা বেশীতে পরিবর্তন করে দিবেন। এটা নির্ভর করছে তাওবাকারীর নিষ্ঠা ও পূর্ণতার ওপর। আপনি কি এর

চেয়ে উত্তম অনুগ্রহ আরো আছে বলে মনে করেন? আপনি মহান প্রভুর বাণীর উত্তম ব্যাখ্যা দেখুন নিম্নোক্ত হাদীসে ঃ

● হযরত আবদুর রহমান বিন জুবাইর হযরত আবু তবীল শাতবুল মামদুদ হতে বর্ণনা করেন, তিনি নবী করীম (সা.) এর নিকট আসেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে, একজন খুবই বৃদ্ধ ব্যক্তি লাঠিতে ভর দিয়ে নবী করীম (সা.) এর নিকট আসেন যার চোখের পাতা তার চোখের সাথে লেগে গিয়েছিল। তিনি রাসূলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলেন, যদি কোন লোক সবধরনের পাপ করে থাকে, এমন কোন পাপ নেই যা সে করেনি (ছোট বড় সব ধরনের পাপই করেছে)। (অপর বর্ণনায় এসেছে সে সব পাপই করেছে তার পাপ যদি দুনিয়াবাসীর ওপর বন্টন করে দেয়া হতো তাহলে তাদেরকে ধ্বংস করে দিত) এর কি তাওবা করার সুযোগ রয়েছে? তিনি বললেন, আপনি কি ইসলাম গ্রহণ করছেন? সে বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, ভাল কাজ করবেন এবং মন্দ (পাপ) কাজ পরিত্যাগ করবেন তাহলে আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্য সব পাপকে ভালকাজে পরিণত করে দিবেন। সে বলল, আমার গাদ্দারী ও কুকীর্তি সমূহ? তিনি বললেন, হ্যাঁ! বর্ণনাকারী বলেন, সে বার বার আল্লাহু আকবার (আল্লাহ মহান) ধ্বনি উচ্চারণ করছিল যতক্ষণ না সে চোখের আড়াল হয়ে যায়। (তবারানী, বাজ্জার, আল-মুনজেরী তারগীব গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, এর সনদ মজবুত ৪/১১৩ ; ইবনে হাজর ইসাবা গ্রন্থে বলেন, হাদীসটি সহীহ হাদীসের শর্ত মোতাবেক রয়েছে ৪/১৪৯)

● এখানে তাওবাকারী হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, আমি ছিলাম পথভ্রষ্ট, নামায পড়তাম না, ইসলামের গন্ডির বাইরে ছিলাম, আমি কিছু ভাল কাজও করেছি, এখন তাওবা করার পর এগুলো কি ধরা হবে, নাকি সব হাওয়া হয়ে যাবে?

আপনার জবাব হলো, হযরত উরওয়া ইবনে জুবাইর হতে বর্ণিত হাদিসটি। হাকীম ইবনে হিজাম তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি নবী করীম (সা.)-কে বলেছেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জাহেলিয়াতের যুগে দান-খয়রাত, গোলাম মুক্ত করা, আত্মীয়তা রক্ষা করা ইত্যাদি নেকীর কাজ করতাম। আমি এতে নেকী পাব? রাসূলুল্লাহ বললেন, "তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছো, পূর্বের গুলোকে উত্তম ভাবেই পাবে।" (বুখারী)

সুতরাং এসব পাপ ক্ষমায় পরিবর্তিত করে দেয়া হবে এবং এ সব জাহেলিয়াতের যুগের নেকী তাওবার পরে ঠিক রাখা হবে। তাহলে আর কি-ইবা বাকী থাকলো?

পাপ করে ফেললে কি করবো?

আপনি হয়তো বলতে পারেন, যখন আমার দ্বারা পাপ হয়ে যাবে তখন কিভাবে দ্রুত তাওবা করতে পারি? এমন কোন কাজ রয়েছে কি যা পাপ করার সাথে সাথেই করতে পারি?

উত্তর ঃ পাপ থেকে বিরত হয়েই দু'টি কাজ করতে হবে ঃ

এক. অন্তঃকরণের কাজ হলো অনুতপ্ত হওয়া এবং এই বলে দৃঢ় সংকল্প নিয়ো যে, এ ধরনের কাজ আর করবো না। এটি হবে মূলত আল্লাহর ভয়ের ফলে।

দুই. অঙ্গপ্রতঙ্গের কাজ বিভিন্ন প্রকারের নেকীর কাজ করার মাধ্যমে। এর মধ্যে অন্যতম হলো তাওবার নামায। এর দলীল হলো ঃ হযরত আবু বকর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, কোন মানুষ পাপ করার পর যদি পবিত্র হয়, অতঃপর নামায পড়ে এরপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। (আসহাবুস্ সুনান, সহীহ আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব ১/২৮৪) অতপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেন ঃ

« وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ص وَمَنْ يَّغْفِرُوا الذُّنُوْبَ اِلاَّ اللّٰهُ ص وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَافَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ »۔ (اٰل عمران : ١٣٥)

"যারা আশ্লীল কাজ করার পর অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করার পর আল্লাহকে স্মরণ করে এরপর নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং তারা নিজেদের কৃতকর্মের ওপর অটল থাকে না এবং তারা তা জানে।" (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৩৫)

অন্যান্য সহীহ বর্ণনায় এসেছে এই দু'রাকাতের গুণাবলী যা গুনাহ মাফের কারণ হবে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

১. যে কেউ সুন্দরভাবে অযু করলে (কেননা অযু করলে ধৌত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পাপ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝরে পড়ে)।

আর উত্তম ভাবে অযু হলো ঃ প্রথমে বিস্‌মিল্লাহ বলে শুরু করা এবং শেষে এ দু'আ করা ঃ

"أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ . اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ـ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ .

অর্থাৎ- "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভূক্ত করুন। হে আল্লাহ! আপনার স্তুতির সাথেই আমি আপনার প্রশংসা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার নিকট তাওবা করছি।" (অযু করার পর এসব দু'আ পাঠ করলে অনেক সওয়াব হবে)

২. দাঁড়িয়ে দুই রাকাত নামায পড়তে হবে।

৩. এতে ভুল করা যাবে না।

৪. এতে মনে মনে কোন কথা বলা যাবে না।

৫. এতে একাগ্রতা ও বিনয়ীভাব আনতে হবে।

৬. এরপর ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

এর ফলাফল ঃ

(১) পূর্বের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(২) জান্নাত অবধারিত হয়ে যাবে। (সহীহ্ তৃতারগীব ১/৯৪-৯৫)

(৩) বেশী বেশী নেকী ও আনুগত্য করা। আপনি লক্ষ্য করুন, যখন হযরত উমর রাসূলের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় কথা কাটাকাটির বিষয়টি ভুল হয়েছে বলে অনুভব করেন, তখন বলেন, আমি এর জন্য অনেক নেক আমল করি।

আপনি সহীহ হাদীসে উল্লেখিত এই উদাহরণটি ভালভাবে চিন্তা করে দেখুন! রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ঐ ব্যক্তির উদাহরণ হলো, যে খারাপ কাজ করে সে

সেই ব্যক্তির মত যার গায়ে খুব আটোসাটো লৌহবর্ম চাপান আছে যা তাকে চেপে ধরে রেখেছে, অতপর সে একটি নেক কাজ করলে একটি আংটা খুলে গেল, অতপর আরেকটি নেককাজ করলে আরেকটি আংটা খুলে গেল, এভাবে সব খুলে মাটিতে পড়ে যায়। (তবারানী; সহীহ আল-জামে ২১৯২)

সুতরাং নেকী পাপীকে গুনাহের বন্দীখানা থেকে মুক্ত করে তাকে আনুগত্যের অনন্ত ময়দানে বের করে নিয়ে আসে। প্রিয় ভাই! নিম্নোক্ত ঘটনা আপনাকে বিষয়টি অরো পরিস্কার করে দিবে ঃ

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট এসে বলে, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এক মহিলাকে বাগানের ভিতর একাকী পেয়ে সব কিছুই করেছি কিন্তু সহবাস করিনি। চুমা খেয়েছি, তাকে চেপে ধরেছি। এছাড়া আর কিছু করিনি। এখন আপনি আমার ব্যাপারে যা ইচ্ছা করতে পারেন। নবী করীম (সা.) তাকে কিছু বললেন না, সুতরাং লোকটি চলে গেল। অতপর হযরত উমর (রা.) বলেন, আল্লাহ লোকটির অবস্থা গোপন রেখেছিলেন যদি সে নিজের কথা গোপন রাখত। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) চোখ তুলে তাকালেন এবং বললেন, ওকে আমার কাছে নিয়ে এসো। যখন তাকে ডেকে নিয়ে আসা হলো তখন তাকে এ আয়াত পাঠ করে শুনালেন ঃ

«وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ط اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ط ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ»۔

"আপনি নামাজ প্রতিষ্ঠা করুন দিনের দুই প্রান্তে এবং রাতের একটি অংশে। নিশ্চয় নেকী গুনাহকে মিটিয়ে দেয়। এটি হলো স্মরণকারীদের জন্য স্মরণ স্বরূপ।" মুয়ায (রা.) বলেন- অপর বর্ণনায় এসেছে হযরত উমর থেকে- হে রাসূল! এটি কি তার একার জন্য নাকি সকল মানুষের জন্য? তখন তিনি বললেন, বরং সমস্ত মানুষের জন্য। (মুসলিম)

খারাপ লোকেরা আমাকে তাড়া করে চলেছে

আপনি হয়তো বলবেন, আমি তাওবা করতে চাই কিন্তু আমার সঙ্গী-সাথী খারাপ লোকেরা সর্বত্র আমাকে তাড়া করে চলেছে। তারা আমার মধ্যে একটু সামান্য পরিবর্তনের কথা জেনেই প্রচন্ড চাপ ও আক্রমন শুরু করেছে এবং আমি নিজেকে খুব অসহায় মনে করছি। এখন আমি কি করবো?

আমি আপনাকে বলছি, আপনি সবর (ধৈর্যধারণ) করুন। এটিই হচ্ছে সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার পদ্ধতি, যেন তিনি সত্যবাদীদেরকে মিথ্যাবাদী থেকে পৃথক করে নিতে পারেন এবং ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য বিধান করতে পারেন।

আপনি যেহেতু পথের শুরুতে পা রেখেছেন, সেহেতু মজবুত থাকুন। এসব মানুষ ও জিন শয়তান একে অপরকে প্ররোচিত করে, যেন আপনাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিতে পারে। সুতরাং আপনি তাদের আনুগত্য করবেন না। তারা আপনাকে বলবে, এ একটু আবেগী হয়ে উঠেছে, কয়েক দিনের মধ্যে এসব দূর হয়ে যাবে। এটা সাময়িক ব্যাপার। আশ্চর্যের বিষয় হলো তাওবা করার প্রথম দিকে কেউ কেউ তার সঙ্গীকে বলে, খুব সহজেই আবার খারাপ পথে ফিরে আসবে!!

এক ব্যক্তি এক মহিলার মুখের উপর টেলিফোন বন্ধ করে দেয় যেহেতু সে তাওবা করেছে, আর পাপ করতে চায়না। সে মহিলা বেশ কিছুদিন পর আবার যোগাযোগ করে বলে, আশা করি তোমার ঐসব নাক সিটকানী দূর হয়ে গেছে? এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

« قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ـ مَلِكِ النَّاسِ ـ اِلٰهِ النَّاسِ ـ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ـ اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ـ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ »ـ

"বলুন! আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের প্রভুর নিকট, মানুষের মালিকের নিকট, মানুষের মাবুদের নিকট খান্নাসের কুমন্ত্রনা হতে। যারা মানুষের বক্ষে কুমন্ত্রনা দেয় মানুষ ও জিনদের মধ্যে থেকে। (সূরা আন্‌নাস ঃ ১-৬)

সুতরাং আপনার প্রভূই কি উত্তম নন আনুগত্যের দিক থেকে, নাকি খারাপ লোকদের অনুশোচনা?!

আপনাকে অবশ্যই জেনে রাখতে হবে যে, তারা আপনাকে সর্বত্র তাড়া করে বেড়াবে। তারা সব সময় চাইবে আপনাকে যে কোন ভাবেই হোক খারাপ পথে নিয়ে যাবার জন্য।

আমাকে এক ব্যক্তি বলে, তার এক দুষ্ট বান্ধবী ছিল। তাওবা করার পর সে তার ড্রাইভারকে বলতো, তুমি ওর পিছনে পিছনে গাড়ী নিয়ে যাও। সে মসজিদে যাবার পথে ঐ বান্ধবী গাড়ীর জানালা দিয়ে কথা বলার চেষ্টা করতো।

এখানেই "আল্লাহ তাদেরকে দৃঢ় পদ রাখবেন যারা ঈমান এনেছে, দুনিয়ার ও আখেরাতের জীবনে।" (সূরা ইবরাহীম ঃ ২৭)

তারা চেষ্টা করবে আপনাকে অতীতের কথা স্মরণ করাতে এবং পূর্বের গুনাহকে চাকচিক্যময় করে তুলতে সব রকমের পন্থায়, স্মরণ করে ... ছবি ... চিঠিপত্র ... ইত্যাদির মাধ্যমে। আপনি তাদের কথা শুনবেন না। আপনি সতর্ক থাকবেন যেন তারা আপনাকে ফেতনায় না ফেলতে পারে। আপনি এখানে বিখ্যাত সাহাবী কা'ব ইবনে মালেকের ঘটনা স্মরণ করুন। তিনি তাবুকের যুদ্ধে না যাওয়ার কারণে যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) সমস্ত সাহাবীকে তাকে বয়কট করে চলতে বলেছিলেন, যতক্ষণ না আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে অনুমতি আসে। তার নিকট গাস্সানের বাদশা চিঠি লিখে এ বলে, আমি জানতে পেরেছি যে, আপনার সাথী আপনার সাথে রুঢ় ব্যবহার করেছে। আল্লাহ আপনাকে অপমাণিত করবেন না এবং শেষ করেও দিবেন না। সুতরাং আপনার উচিৎ আমাদের সাথে মিলে যাওয়া। সে কাফের চেয়েছিল এ মুসলমানকে মদীনা থেকে বের করে নিয়ে নিজের দলে টেনে নিতে এবং সে যেন কাফেরের দেশে গিয়ে নষ্ট হয়ে যায়।

এখানে সম্মানিত সাহাবীর ভূমিকা কি? কা'ব বলেন, আমি তা পাঠ করে বললাম এটিও একটি পরীক্ষা, আমি সে চিঠিটি দলা পাকিয়ে চুলার মধ্যে ছুড়ে ফেলে পুড়িয়ে ফেললাম।

আপনিও এই রকম শক্ত হবেন, যে পুরুষ বা মহিলাই আপনাকে লিখবে তা পুড়িয়ে ফেলবেন, যেন তা ছাই হয়ে যায় এবং আপনি স্মরণ করবেন কিভাবে জাহান্নামে পুড়তে হবে সে কথা ঃ

«فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ»-

"অতএব, আপনি ধৈর্য ধারণ করুন, নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা সত্য, আর এই অবিশ্বাসীরা যেন আপনাকে অধৈর্য করতে না পারে।" (সূরা আর-রূম ঃ ৬০)

তারা আমাকে হুমকি দিচ্ছে

আমি তাওবা করতে চাই কিন্তু আমার পুরাতন বন্ধুরা আমাকে হুমকি দিচ্ছে, তারা আমার কুকীর্তি মানুষের সামনে প্রকাশ করে দিবে এবং আমার গোপনীয় কার্যক্রম প্রকাশ করে দিবে। তাদের নিকট প্রমাণপত্র ও ছবি রয়েছে। আমি আমার মর্যাদার ব্যাপারে ভীত, শংকিত।

আমি বলছি, আপনি শয়তানদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুন। নিশ্চয় শয়তানদের চক্রান্ত খুবই দুর্বল। যারা আজ আপনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ এসব শয়তান ও তার দোসরদের চাপ থেমে যাবে অতপর খুব শীঘ্রই তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং মুমিনের ধৈর্য ও দৃঢ়তার সামনে তারা পরাজিত হবেই।

আপনি নিশ্চিত থাকুন যে, আপনি যদি তাদের কথা মত চলেন, তাদের কাছে মাথা নত করেন তাহলে তারা আরো বেশী বেশী প্রমাণ আপনার বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে চেষ্টা করবে। সুতরাং পূর্বে ও পরে সর্বাবস্থায় আপনিই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। অতএব তাদের অনুসরণ না করে আল্লাহর সাহায্য চান এবং বলুন ঃ আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম অভিভাবক। রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতির আশংকা করতেন তখন বলতেন ঃ

"اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ"

"হে আল্লাহ! আমি আপনাকে তাদের গলার উপর ছেড়ে দিচ্ছি এবং আপনার নিকট পরিত্রান চাচ্ছি তাদের খারাপী থেকে।" (আহমাদ, আবু দাউদ, জামে সহীহ ৪৫৮২)

একথা সত্য যে, অবস্থানটি খুবই কঠিন ঐ বেচারার জন্য যে তাওবা করেছে, তার সাথে তার খারাপ বন্ধুরা যোগাযোগ করে তাকে হুমকি দিয়ে বলে তোমার কথা আমরা রেকর্ড করে রেখেছি, তোমার ছবিও আমাদের নিকট রয়েছে, তুমি যদি আমার সাথে বের না হও তাহলে তোমার পরিবারের নিকট সব ফাঁস করে দিবো! একথা সঠিক যে, আপনার অবস্থান খুবই নাজুক।

দেখুন শয়তানের দোসরদের যুদ্ধ সেই সব গায়ক-গায়িকা, নায়ক-নায়িকাদের বিরুদ্ধে যারা তাওবা করেছে। তারা তাদের খারাপ প্রোডাক্টগুলোকে বাজারজাত করে তাদের ওপর চাপ দেয়ার জন্য এবং মানসিক দ্বন্দ সৃষ্টির লক্ষ্যে। কিন্তু

আল্লাহ মুত্তাকিদের সাথে রয়েছেন, তাওবাকারীদের সাথে রয়েছেন এবং তিনি মুমিনদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন না এবং তাদেরকে ছেড়ে যাবেন না। তাঁর নিকট কোন বান্দা আশ্রয় নেয়ার পর কক্ষণো অপমানিত হয়না। আপনি জেনে রাখুন, নিশ্চয় কঠিন অবস্থার সাথেই সহজ অবস্থা আসে এবং সংকীর্ণতার পরেই প্রশস্ততা আসে।

হে তাওবাকারী ভাই! আপনার জন্য এই ঘটনাটি উল্লেখ করছি যা আমাদের কথার যথার্থতা প্রমাণ করবে। ঘটনাটি হলো, প্রখ্যাত ফেদায়ী (গেরিলা) সাহাবী মারসাদ বিন আবিল মারসাদ আল গানাবীর, যিনি দুর্বল মুসলমানদেরকে মক্কা থেকে গোপনে মদীনায় নিয়ে আসতেন। তিনি মক্কা থেকে দুর্বল বন্দী লোকদেরকে গোপনে মদীনায় পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করতেন। মক্কায় একজন নষ্টা মহিলা ছিল যার নাম ছিল আনাক এবং সে ছিল তার বান্ধবী। তিনি মক্কার একজন বন্দী লোককে ওয়াদা দিয়েছিলেন মদীনায় পৌছে দেয়ার। তিনি বলেন, এক চাঁদনী রাতে আমি মক্কার এক দেয়ালের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। আনাক আমার ছায়া দেখে এগিয়ে আসে এবং বলে, মারসাদ? আমি বললাম, হাঁ, মারসাদ। সে বললো, মারহাবা, স্বাগতম, এস আমার কাছে রাত কাটাও। আমি বললাম, হে আনাক! আল্লাহ ব্যভিচারকে হারাম করেছেন। সে তখন চিৎকার দিয়ে বলে উঠলো, হে তাবু বাসীরা! এই লোকটি তোমাদের বন্দীদেরকে নিয়ে ভাগতে চায়। তিনি বলেন, আটজন লোক আমার পিছু নেয় এবং আমি তখন খান্দামা পাহাড়ে (মক্কার প্রবেশ পথের একটি পাহাড়) ঢুকে পড়ে এক গুহায় লুকিয়ে যাই, এরা আমার সন্ধানে আমার কাছে এসে পড়ে, কিন্তু আল্লাহ আমাকে এদের থেকে আড়াল করে রাখেন। তিনি বলেন, এরপর তারা ফিরে যায় এবং আমিও ঐ লোকটির নিকট গিয়ে তাকে বহন করে নিয়ে আসি। লোকটি ছিল বেশ ভারী, আমার অনেক কষ্ট হয়েছিল। তাকে কিছুদূরে বয়ে নিয়ে গিয়ে তার হাত পায়ের বাঁধন খুলে ফেলি। আমি অনেক কষ্টে তাকে মদীনায় নিয়ে আসি। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট এসে বলি, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আনাককে বিয়ে করতে পারি? (কথাটি দু'বার বললাম) রাসূলুল্লাহ (সা.) চুপ করে থাকলেন কোন জবাব দিলেন না। তখন এ আয়াত নাযিল হয়ঃ

« اَلزَّانِىْ لاَيَنْكِحُ اِلاَّ زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَيَنْكِحُهَا اِلاَّ زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ »۔ (النور : ٣)

"ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারিণী মহিলাকেই বিয়ে করে অথবা মুশরিকা মহিলাকে এবং ব্যভিচারিণী মহিলা ব্যভিচারী পুরুষ অথবা মুশরিক লোককেই বিয়ে করে থাকে।" (সূরা আন্‌নূর ঃ ৩)

তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, হে মারসাদ! ব্যভিচারী পুরুষই কেবল ব্যভিচারিনীকে অথবা মুশরিকা মহিলাকে বিয়ে করে থাকে এবং ব্যভিচারিনী মহিলাও একমাত্র ব্যভিচারী পুরুষ অথবা মুশরিক লোককে বিয়ে করে থাকে, সুতরাং তুমি তাকে বিয়ে করো না। (তিরমিযী ৩/৮০)

আপনি দেখলেন কিভাবে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারের পক্ষে প্রতিরোধ গড়লেন এবং তিনি মুহসিনদের সাথে কি আচরণ করলেন? অবস্থা যদি খুবই খারাপ হয় যে, আপনি যা আশংকা করছেন তাই ঘটে আর এর ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন পড়ে তাহলে আপনি আপনার অবস্থান বর্ণনা করুন, স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিন এবং বলুন, হ্যাঁ আমি পাপ করতাম। এখন আল্লাহর নিকট তাওবা (প্রত্যাবর্তন) করেছি? এখন তোমরা কি চাও? আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রকৃত কেলেঙ্কারীতো হলো আল্লাহর সামনে কিয়ামতের দিনের কেলেঙ্কারী। সেই ভয়াল দিনে যেদিন একশ দুশ হাজার দু'হাজার লোকের সমানে নয় বিশ্বের সমস্ত মানুষের সামনে, সমস্ত সৃষ্টিকূলের সামনে, ফেরেশতা, জিন ও ইনসান সবার সামনে হযরত আদম থেকে শুরু করে দুনিয়ার সর্বশেষ মানুষের সামনে।

আসুন আমরা হযরত ইবরাহীম (আ.) এর দু'আ পাঠ করি ঃ

«وَلاَ تُخْزِنِىْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ - يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُوْنَ - اِلاَّ مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ»- (الشعراء : ٨٧-٨٩)

"যেদিন সকলকে উত্থাপিত করা হবে সেদিন আমাকে লাঞ্ছিত করো না। যেদিন কোন ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততি কাজে আসবে না। একমাত্র কাজে আসবে যে সঠিক অন্তঃকরণ নিয়ে উপস্থিত হবে।" (সূরা আশ্‌শুয়ারা ঃ ৮৭-৮৯)

সংকট মুহূর্তে নবীর শেখানো দু'আ পড়ে নিজেকে হেফাজত করুনঃ

"اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَاٰمِنْ رَوْعَاتِنَا ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا ، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيْنَا، اَللّٰهُمَّ لاَ تُشْمِتْ بِنَا الاَعْدَاءَ وَلاَ الْحَاسِدِيْنَ"-

"হে আল্লাহ! আপনি আমাদের ইজ্জত রক্ষা করুন এবং আমাদের নিরাপদ রাখুন। হে আল্লাহ! আমাদের প্রতিশোধ তাদের ওপর ফেলুন যারা আমাদের ওপর জুলুম করছে এবং আমাদেরকে সাহায্য করুন তাদের বিরুদ্ধে যারা আমাদের ওপর চড়াও হচ্ছে। হে আল্লাহ! আমাদের শত্রুদেরকে ও হিংসুকদেরকে আমাদের ওপর চড়াও হতে দিও না।"

পাপসমূহ আমার জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে

আপনি হয়তো বলতে পারেন, আমি অনেক পাপ করেছি এবং আল্লাহর কাছে তাওবা করেছি। কিন্তু আমার পাপ আমাকে তাড়া করে চলেছে। যখন এসব পাপের কথা মনে পড়ে তখন আমার দম বন্ধ হয়ে আসে, আমার জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়ে, আরামদায়ক বিছানাও কষ্টদায়ক মনে হয়, চিন্তায় রাত কাটে না, কোন কিছুতেই শান্তি পাই না, আমার শান্তির পথ কোন দিকে?

হে মুসলিম ভাই! আপনাকে বলছি, এই অনুভূতিই সত্যিকার তাওবারই প্রমাণ বহন করে এবং এটিই হলো প্রকৃত পক্ষে অনুতপ্ত হওয়া। অনুতপ্ত হওয়াটাই হলো তাওবা। সুতরাং যা ঘটে গেছে, সে ব্যাপারে আশাবাদী হোন যে, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং আল্লাহর রহমতের ব্যাপারে নিরাশ হবেন না, তার করুনার ব্যাপারে হতাশ হবেন না। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖ اِلاَّ الضَّالُّوْنَ»۔(الحجر : ٥٦)

"পথভ্রষ্ট ব্যক্তিরা ব্যতীত অন্য কেউ আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয় না।" (সূরা আল-হিজর ঃ ৫৬)

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ হলো আল্লাহর সাথে শিরক করা এবং আল্লাহর কৌশল থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করা, আল্লাহর রহমতের ব্যাপারে নিরাশ হওয়া এবং আল্লাহর দয়ার ব্যাপারে হতাশ হওয়া। (আবদুর রাজ্জাক, হায়সামী, ইবনে কাসীর। তিনি এটিকে সহীহ বলে বর্ণনা করেছেন)

একজন মুমিন বান্দা ভয় ও আশার মধ্যে থাকবে। কখনো হয়তো এর কোনটি প্রাধান্য পাবে। বিশেষ অবস্থায় যখন পাপ করবে তখন ভয়ের দিকটা বেশী হবে তাওবা করার জন্য এবং যখন তাওবা করবে তখন আশার দিকটা প্রাধান্য পাবে, আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

আমি কি পাপের স্বীকারোক্তি করবো?

একজন চিন্তিত স্বরে প্রশ্ন করলো, আমি তাওবা করতে চাই কিন্তু আমার ওপর কি এটা ওয়াজিব যে, আমি গিয়ে স্বীকার করবো যা কিছু পাপ করেছি এবং আমার তাওবার কি এটা শর্ত যে, আমি বিচারকের সমানে গিয়ে কোর্টে দাঁড়িয়ে সব কিছু স্বীকার করবো, আমার ওপর শাস্তি বিধান কার্যকর করতে বলবো?

আমি বলবো যে, ইতিপূর্বে মায়েয ও জনৈকা মহিলা এবং সেই ব্যক্তির ঘটনা যে এক মহিলাকে বাগানেব ভিতর একাকী পেয়ে চুমু খেয়েছিল এর অর্থই বা কি?

হে মুসলিম ভাই! আপনার উদ্দেশ্যে বলছি, আল্লাহর সাথে কোন রকম মাধ্যম ছাড়াই বান্দার যোগাযোগ এই একত্ববাদী ইসলামের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট যা আল্লাহ পছন্দ করেন ঃ

« وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ »۔ (البقرة : ١٨٦)

"যখন আপনাকে আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, (তখন বলুন) আমি তাদের খুবই নিকট রয়েছি, প্রার্থনা কারীর প্রার্থনায় সাড়া দেই যখন আমাকে ডাকে।" (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৮৬)

আমরা যখন বিশ্বাস করি যে, তাওবা হলো একমাত্র আল্লাহর জন্য তখন স্বীকারোক্তিও একমাত্র আল্লাহর নিকট করতে হবে। ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দু'আতে বলা হয়েছে, "আমি আপনার দেয়া আমার ওপর নেয়ামতের স্বীকার করছি এবং আমার গুনাহেরও স্বীকারোক্তি দিচ্ছি। অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনার নিকট আমার অপরাধ স্বীকার করছি। আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা যে, আমরা খৃষ্টানদের মত নই, পাদ্রী ও স্বীকারোক্তির চেয়ার এবং ক্ষমার দলীল ... ইত্যাদি (যত সব হাস্যকর বিষয় (যে, তারা ইচ্ছা করলেই ক্ষমা করে দিবে)।

বরং মহান আল্লাহ বলেন ঃ

« اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ »۔

"তারা কি জানেনা যে, আল্লাহই একমাত্র তার বান্দাদের তাওবা কবুল করবেন।" (সূরা আত্তাওবা ঃ ১০৪) কোন রকমের মাধ্যম ছাড়াই।

শাস্তির বিধান কায়েম করার ব্যাপাটি হলো, যদি বিষয়টি বিচারক অথবা কাজীর নিকট পর্যন্ত না পৌছে তাহলে জরুরী নয় যে কেউ এসে স্বীকারোক্তি দিবে। যার দোষ আল্লাহ গোপন রেখেছেন সে যেন নিজের দোষ গোপন রাখে। তার জন্য যথেষ্ট হবে সে তার রবের নিকট তাওবা করবে। মহান আল্লাহর একটি নাম হলো সাত্তার বা গোপনকারী। তিনি তার বান্দাদের দোষত্রুটি গোপন করতে ভালবাসেন। তবে সেই সব সাহাবী যেমন মায়েয এবং মহিলা সাহাবী যারা ব্যভিচার করেছিলেন এবং যে ব্যক্তি বাগানে জনৈকা মহিলাকে চুমু খেয়েছিলেন, তারা যে কাজটি করেছিলেন তা তাদের ওপর ওয়াজিব ছিল না। এটা হয়েছিল তাদের নিজেদেরকে পবিত্র করার প্রবল ইচ্ছার কারণে। এর প্রমাণ হলো, যখন মায়েয এবং মহিলাটি প্রথমে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট আসেন তখন তিনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। তেমনি ভাবে হযরত উমর ফারুক (রা.) এর বক্তব্য সেই ব্যক্তির ব্যাপারে যে বাগানের ভিতর জনৈক মহিলাকে চুমু খায়, আল্লাহ এর দোষ গোপন করে রেখেছেন যদি সে নিজের দোষ নিজে ঢেকে রাখত তাহলে কতই না ভাল হতো, আর রাসূলুল্লাহ (সা.) চুপ করে থেকে এটাকে সমর্থ করেন।

এর উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, কোর্টে গিয়ে লিপিবদ্ধ করে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সরকারীভাবে স্বীকারোক্তি দেয়ার প্রয়োজন নেই, যখন আল্লাহ তার বান্দার দোষ ত্রুটিকে গোপন রেখেছেন। তেমনিভাবে মসজিদের ইমামের নিকট গিয়ে হদ কায়েম করার জন্য নিবেদন করাও জরুরী নয় এবং বন্ধু বান্ধবের সহযোগিতা নেয়ারও প্রয়োজন নেই যে, ঘরের মধ্যে তাকে বেত্রাঘাত করবে, বেমনটি অনেকের মনেই এসব চিন্তার উদয় হয়ে থাকে।

এথেকেই বুঝা যায় কতিপয় জাহেল লোকের জঘন্যতম অবস্থানের কথা যা তাওবাকারীদের সাথে ঘটিয়েছে, এর সারসংক্ষেপ হলো নিম্নোক্ত ঘটনাঃ এক গুনাহগার মসজিদের জনৈক জাহেল ইমামের নিকট গিয়ে স্বীকার করে যে, সে এসব পাপ করেছে এবং তার নিকট এর সমাধান চায়। তখন তাকে সে ইমাম বলে, অবশ্যই প্রথমে তোমাকে কোর্টে যেতে হবে এবং শরিয়ত মোতাবেক স্বীকারোক্তি প্রদান করতে হবে। এরপর তোমার ওপর হদ কায়েম করা হবে, তারপর তোমার অন্যান্য বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া হবে। যখন এই বেচারা দেখলো যে

এসব কাজ করতে সে সক্ষম নয় তখন তাওবা থেকে ফিরে গেল এবং পূর্বের অবস্থায় চলে গেল। আমি এ সুযোগে একটি কথা বলতে চাই, হে মুসলমান ভাইয়েরা! দ্বীনের বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়া আমাদের ওপর পবিত্র আমানত এবং এটি তার সঠিক মূল উৎস থেকে গ্রহণ করাটাও পবিত্র আমানত। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

« فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لاَتَعْلَمُوْنَ »۔ (النحل : ٤٣)

"তোমরা বিজ্ঞলোকদেরকে জিজ্ঞেস করো, যদি তোমরা না জান।" (সূরা আন্‌নাহল ঃ ৪৩)

তিনি আরো বলেন ঃ

« اَلرَّحْمٰنُ فَسْئَلْ بِهٖ خَبِيْرًا »۔ (الفرقان : ٥٩)

"তিনি অতীব দয়ালু, সুতরাং এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস কর।" (সূরা আল-ফুরকান ঃ ৫৯)

প্রত্যেক ওয়ায়েজই ফতওয়া দেয়ার জন্য উপযুক্ত নয় এবং প্রত্যেক ইমাম মুয়াজ্জিনই মানুষকে শরীয়তের হুকুম আহকাম বলে দেয়ার যোগ্যতা রাখে না এবং প্রত্যেক গল্পকার বা সাহিত্যিকই ফতওয়া সংগ্রহ করে দেয়ার যোগ্যতা রাখেনা। একজন মুসলমান অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে যে, সে কার নিকট থেকে ফত্ওয়া গ্রহণ করেছে এবং এটি একটি তা'আব্বদী (শরয়ী) বিষয়। নবী করীম (সা.) তাঁর উম্মতের জন্য পথভ্রান্ত আলেম-ওলামার ব্যাপারে আশংকা করেছেন। একজন সালাফ বলেন, এই ইলম হচ্ছে দ্বীনের অন্তর্গত, সুতরাং তোমরা লক্ষ্য করবে যে, কার নিকট থেকে তোমাদের এই দ্বীন গ্রহণ করছ। অতএব হে আল্লাহর বান্দারা! এই দুষ্কর পথের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করুন এবং জ্ঞানবানদের কাছে পথের দিশা সন্ধান করুন সে সব বিষয়ে যা আপনার নিকট অস্পষ্ট থেকে যায়। আল্লাহই আমাদের সর্বাত্বক সাহায্যকারী।

তাওবাকারীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ফত্ওয়া

আপনি হয়তো বলতে পারেন, আমি তাওবা করতে চাই কিন্তু আমি তাওবার হুকুম আহকাম সম্পর্কে অজ্ঞ। আমার মনে কতিপয় গুনাহের ব্যাপারে অনেক প্রশ্নের উদ্রেক হয় এর সঠিক তাওবার ব্যাপারে, আল্লাহর যে সব হক নষ্ট করেছি তা পূরণ করার ব্যাপারে এবং বান্দাদের অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে যা আমি ইতোপূর্বে অন্যায়ভাবে গ্রহণ করেছি। এসব প্রশ্নের উত্তর কি আছে?

আল্লাহর পানে প্রত্যাবর্তনকারী ব্যক্তি! আপনার জন্য এসব প্রশ্নের উত্তর উল্লেখ করবো ইনশা আল্লাহ।

প্রশ্ন নং- ১ ঃ আমি পাপ করার পর তাওবা করি অতঃপর আমার কু-প্রবৃত্তি আমার উপর বিজয়ী হয়, যার ফলে আবার পাপ পথে ফিরে আসি, এর ফলে কি আমার পূর্বের তাওবা বাতিল হয়ে যাবে এবং আমার পূর্বের ও পরের গুনাহ বাকী রয়ে যাবে?

উত্তর ঃ অধিকাংশ ওলামার মতে তাওবার জন্য এ শর্ত নেই যে, আবার পাপ পথে ফিরে আসবো না বলে শর্ত করা। তাওবা সঠিক হবার জন্য শর্ত হলো পাপ থেকে পূর্ণভাবে মুক্ত হওয়া এবং এজন্য অনুতপ্ত হওয়া, পুনরায় আর তা না করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া। এরপর যদি আবার কেউ পাপ করে ফেলে তাহলে সে যেন নতুনভাবে পাপ করল, এজন্য তাকে নতুনভাবে তাওবা করতে হবে এবং তার পূর্বের তাওবা সঠিক থাকবে।

প্রশ্ন নং- ২ ঃ একটি গুনাহের তাওবা সঠিক হবে কি অথচ আমি অন্য একটি গুনাহের ওপর অটল আছি?

উত্তর ঃ কোন একটি গুনাহের জন্য তাওবা করা ঠিক হবে যদিও সে অন্য গুনাহে লিপ্ত থাকে, যদি একই ধরণের গুনাহ না হয়ে থাকে এবং তা প্রথম পাপের সাথে সম্পৃক্ত না হয়। উদাহরণ স্বরূপ যদি কেউ সুদ থেকে তাওবা করে কিন্তু মদ্যপান করা থেকে তাওবা না করে তাহলে সুদ থেকে তার তাওবা করাটা সঠিক হবে এবং এর উল্টোটিও সঠিক হবে। কিন্তু যদি সে সরল সুদ থেকে তাওবা করে চক্রবৃদ্ধি সুদের উপর অটল থাকে তাহলে তখন তার তাওবা কবুল

হবে না। তেমনি ভাবে কেউ গাঁজা বা চরস খাওয়া থেকে তাওবা করল কিন্তু মদপান অব্যাহত রাখল বা এর বিপরীত করলো। তেমনি ভাবে কেউ হয়তো কোন এক বিশেষ মহিলার সাথে ব্যভিচার করা থেকে তাওবা করল কিন্তু অন্য মহিলার সাথে ব্যভিচার অব্যাহত রাখল তাহলে এদের তাওবা সঠিক হবে না। তারা এতটুকু করলো যে এক পাপ থেকে ঐ ধরণের আরেকটি পাপের সাথে জড়িয়ে পড়ল। (দেখুন মাদারেজুস সালেকীন)

প্রশ্ন নং- ৩ ঃ অতীতে আমি আল্লাহর হক নষ্ট করেছি, নামায পড়িনি, রোজা রাখিনি, জাকাত দেইনি, এখন আমি কি করবো?

উত্তর ঃ নামায পরিত্যাগ করার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ মত হলো, এর কাজা আদায় করতে হবে না। কেননা এর সময় পার হয়ে গেছে এবং তা ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। এর ঘাটতি পূরণ করতে হবে বেশী বেশী তাওবা, এসতেগফার পাঠ করে, বেশী বেশী নফল নামায আদায় করে, আশা করা যায় যে মহান আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিবেন।

কিন্তু রোজা ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে কথা হলো, রোজা ভঙ্গের সময় যদি সে মুসলমান থেকে থাকে তাহলে তাকে প্রত্যেক রোজার জন্য একজন করে মিসকিনকে খাবার দেয়া ওয়াজিব হবে, পরবর্তী রমজান আসার পূর্বেই এই কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। এর চেয়ে দেরী করতে পারবে না যদি তার কোন শরয়ী ওজর না থাকে। পূর্বে যত দিনই বাকী আছে সবগুলোরই কাজা আদায় করতে হবে যদিও এর সংখ্যা কয়েক মাসে গিয়ে পৌঁছে।

উদাহরণ স্বরূপ ঃ কোন ব্যক্তি ১৪০০ হিজরীতে ৩টি রোজা ভঙ্গ করলো এবং ১৪০১ হিজরীতে ৫টি রোজা ছেড়ে দিল এরপর সে যদি তাওবা করে, তাহলে তাকে ৮টি রোজার কাজা আদায় করতে হবে। প্রত্যেক রোজার জন্য একজন করে মিসকিনের খানা দিতে হবে।

আরেকটি উদাহরণ ঃ এক মেয়ে ১৪০০ হিজরীতে বালেগা হলো এবং সে লজ্জা করে তার পরিবারের লোকজনকে জানালো না। সে ঐ আট দিন (বা সাত দিন মাসিকের সময়) রোজা রাখল এবং পরে এর কাজা আদায় করলো না। তাহলে তার ওপর ঐ আটদিনের রোজার কাজা আদায় করা কর্তব্য হয়ে গেল। এখানে একটি বিষয় অবশ্যই অবগত থাকতে হবে যে, নামায ছাড়া ও রোজা ভঙ্গ করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে যা আহলে ইলমরা উল্লেখ করেছেন। ওলামাদের কেউ

কেউ মনে করেন যে, কেউ যদি ইচ্ছা করে রোজা ভঙ্গ করে তবুও কাজা আদায় করতে হবে না।

কিন্তু জাকাত না দেয়া থাকলে অবশ্যই জাকাত আদায় করতে হবে। কেননা জাকাত একদিকে আল্লাহর হক এবং অন্য দিকে গরীব মিসকিনের হক। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন মাদারেজুস সালেকীন ১/৩৮৩)

প্রশ্ন নং- ৪ ঃ যদি গুনাহ কোন ব্যক্তির হকের ব্যাপারে ঘটে থাকে তাহলে কিভাবে তাওবা হবে?

উত্তর ঃ এ ব্যাপারে দলীল হলো রাসূলুল্লাহ (সা.) এর এ বাণী ঃ

"مَنْ كَانَتْ لِأَخِيْهِ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ مِنْ عِرْضٍ أَوْ مَالٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ يَوْمٌ لَا دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَمَلٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَجُعِلَتْ عَلَيْهِ".

"যদি কারো নিকট তার কোন ভাইয়ের (অন্যায়ভাবে কিছু নিয়ে নেয়া) সম্পদ বা ইজ্জত থাকে তাহলে সেই দিন আসার পূর্বেই যেন তা থেকে মুক্ত হয়ে যায় যেদিন তার কাছ থেকে এর প্রতিদান নেয়া হবে যেদিন কোন টাকা-পয়সা থাকবে না। যদি তার কোন নেক আমল থাকে তাহলে তার অন্যায়ের সমপরিমান নেকী কেটে নেয়া হবে। আর যদি নেকী না থাকে তাহলে ঐ ব্যক্তির গুনাহ নিয়ে তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে।" (বুখারী)

সুতরাং তাওবাকারীকে এই জুলুম থেকে বের হয়ে আসতে হবে, হয় তা ফিরিয়ে দিবে অথবা তার নিকট থেকে ক্ষমা চেয়ে নিবে। যদি ক্ষমা না করে তাহলে অবশ্যই ফেরত দিতে হবে।

প্রশ্ন নং- ৫ ঃ আমি এক ব্যক্তি বা একাধিক ব্যক্তির গীবত করেছি এবং অনেককে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছি অথচ তারা নির্দোষ। এখন তাদেরকে এ বিষয় গুলো অবহিত করে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে? আর যদি তাদেরকে জানানো শর্ত না হয়ে থাকে তাহলে কিভাবে তাওবা করবো?

উত্তর ঃ বিষয়টি নির্ভর করছে এর ভাল ও মন্দ দিকটি নির্ণয় করার ওপর। যদি তাদেরকে গীবত করার বিষয়টি জানালে ক্রোধান্বিত না হন বা আপনার প্রতি

কোন আক্রোশের সৃষ্টি না হয় তাহলে আপনি সরাসরি বলে ক্ষমা চেয়ে নিবেন। উল্লেখ না করে কোন রকমের বিস্তারিত বিষয় যেমন হয়তো বললেন, আমি আপনার ব্যাপারে অতীতে ভুল করেছি বা আপনাকে কথার দ্বারা কষ্ট দিয়েছি, এখন আমি আল্লাহর নিকট তাওবা করেছি সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। তাহলে কোন অসুবিধে নেই।

আর যদি তাদেরকে জানালে ক্রোধ ও আক্রোশ বেশী হবার আশংকা থাকে, এটিই সাধারণত ঘটে থাকে বা তাদেরকে সাধারণ ভাবে বললে যদি ব্যাখ্যা দাবী করে এবং তা শুনলে আপনার প্রতি তাদের ঘৃণা বৃদ্ধির আশংকা থাকে তাহলে তাদেরকে জানানো ওয়াজীব নয়। কেননা শরিয়ত ফেতনা ফাসাদের অনুমতি দেয় না। কাউকে কোন বিষয় জানানোর ফলে সম্পর্কের অবনতি ঘটলে সেটিও শরিয়তের কাম্য নয়। তাছাড়া শরিয়তের উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক ও ভালবাসা বৃদ্ধি করা। তাকে জানানোর ফলে হয়তো শত্রুতা আরো বেড়ে যেতে পারে এবং সে হয়তো আপনার প্রতি খুবই আক্রোশী হয়ে উঠতে পারে। এ অবস্থায় তাওবা করার ক্ষেত্রে আপনার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন ঃ

১. অনুতপ্ত হওয়া এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার সাথে সাথে এই অপরাধের কদর্যতা ও জঘণ্যতার কথা চিন্তা করা এবং এ বিশ্বাস রাখা যে তা হারাম।

২. কারো গীবতের কথা শুনে নিজের কানকেও বিশ্বাস করবে না এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষ মনে করবে।

৩. যাদের গীবত করেছো তাদের ব্যাপারে বিভিন্ন মজলিসে সুনাম বর্ণনা করবে, তাদের ভাল গুণাবলীর কথা উল্লেখ করবে।

৪. যাদের গীবত করেছো তাদের পক্ষ নিয়ে কথা বলবে এবং কেউ তাদের প্রতি কটাক্ষ করলে বা বদনাম করলে তা প্রতিহত করবে।

৫. তাদের জন্য গোপনে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। (মাদারেজুস্ সালেকীন ১/২৯১; মুগনী ব্যাখ্যা সহ ১২/৭৮)

হে মুসলমান ভাই! আপনি আর্থিক অধিকার (হক) এবং শারীরিক অপরাধের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করুন, গীবত ও চোগলখোরীর মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করুন। আর্থিক অধিকারের কথা জানালে এর দ্বারা মালিকেরা উপকৃত হবে এবং তাদের

নিকট তা ফেরত দিলে তারা খুশী হবে, এজন্য তা গোপন করা জায়েয হবে না। তবে ইজ্জত আবরুর ব্যাপারটি এথেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, কেননা তা জানালে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, বিব্রতকর অবস্থায় পড়বে।

প্রশ্ন নং- ৬ ঃ ইচ্ছাকৃত ভাবে নরহত্যাকারী ব্যক্তি কি ভাবে তাওবা করবে?

উত্তর ঃ ইচ্ছাকৃতভাবে নরহত্যা কারীর ওপর তিনটি হক বর্তায় ঃ আল্লাহর, নিহত ব্যক্তির ও ওয়ারিসদের হক।

আল্লাহর হক একমাত্র তাওবার দ্বারা আদায় করতে হবে। ওয়ারিসদের হক হলো তাদের নিকট নিজেকে সমর্পন করতে হবে যেন তারা তার থেকে বদলা নিতে সমর্থ হয় (যদি শরয়ী বিধান কোন দেশে জারি থাকে)। হয় কেসাস নিয়ে কিম্বা মুক্তিপন নিয়ে অথবা ক্ষমা করে দিয়ে। এরপর বাকী থাকে নিহত ব্যক্তির অধিকার যা এ দুনিয়ায় পূরণ করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে আহলে ইলমরা বলেন, যদি হত্যাকারীর তাওবা উত্তম হয়, তাহলে আল্লাহ তার ওপর থেকে নিহত ব্যক্তির হক উঠিয়ে নিবেন এবং কিয়ামতের দিন নিজের তরফ থেকে নিহত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিবেন। আর এ অভিমতটিই সর্বোত্তম অভিমত। (মাদারেজুস সালেকীন ১/২৯৯)

প্রশ্ন নং- ৭ ঃ চোর কি ভাবে তাওবা করবে?

উত্তর ঃ যদি চুরি করা জিনিস তার কাছে থাকে তাহলে ফেরত দিবে। আর যদি নষ্ট হয়ে থাকে তাহলে তা ব্যবহার করার জন্য বা সময়ের কারণে মূল্যমান কমে গিয়ে থাকে তাহলে তার ক্ষতি পূরণ দেয়া ওয়াজিব যদি না তাকে ক্ষমা করে দিয়ে থাকে। আর মালিক যদি ক্ষমা করে দেন তাহলে কিছুই লাগবে না। সুতরাং আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা।

প্রশ্ন নং- ৮ ঃ আমি খুবই বিব্রতবোধ করি যখন মুখোমুখি হই যাদের কিছু চুরি করেছি, আমি তাদেরকে প্রকাশ্য ভাবে বলতেও পারি না এবং ক্ষমাও চাইতে পারি না, এখন আমি করবো?

উত্তর ঃ আপনার জন্য এমন কোন পন্থা অন্বেষণ করতে অসুবিধে নেই যার দ্বারা আপনি এই বিব্রতকর অবস্থা থেকে বাঁচতে পারেন, যেমন হয়তো অন্য কোন লোকের মাধ্যমে তাদের কাছে তাদের প্রাপ্য ফেরত পাঠালেন এবং নাম উল্লেখ করতে নিষেধ করলেন অথবা চিঠির মাধ্যমে কিম্বা গোপনে তার কাছে রেখে

আসলেন অথবা কৌশল অবলম্বন করলেন এবং বললেন, আপনার এসব হক এক ব্যক্তির নিকট ছিল কিন্তু সে তার নাম উল্লেখ করতে চায় নি। মূল কথা হচ্ছে প্রাপকের নিকট তার অধিকার ফেরত দিতে হবে।

প্রশ্ন নং- ৯ ঃ আমি আমার আব্বার পকেট থেকে গোপনে টাকা পয়সা সরিয়ে নিতাম। আমি এখন তাওবা করতে চাই। আমি সঠিক ভাবে বলতে পারবো না যে, মোট কত টাকা নিয়েছি। আমি আব্বার সামনে যেতে খুবই বিব্রতবোধ করছি?

উত্তর ঃ আপনি মোটামোটি একটা অনুমান করে নিবেন এবং ধারণা করবেন যে কত হতে পারে। আর আপনি যেমন গোপনে নিয়েছেন তেমনি গোপনে ফেরত দিলে কোন অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন নং- ১০ ঃ আমি বিভিন্ন লোকের টাকা পয়সা চুরি করেছি, এখন আমি আল্লাহর কাছে তাওবা করেছি। যাদের টাকা পয়সা চুরি করেছি তাদের ঠিকানাও জানি না?

অন্য আরেকজন বলে, আমি এক বিদেশী কোম্পানীর কিছু টাকা পয়সা মেরে দিয়েছি। তাদের কাজকর্মও শেষ হয়ে গেছে এবং তারা দেশ ছেড়ে চলে গেছে?

তৃতীয় আরেকজন বলে, আমি এক দোকান থেকে কিছু মালপত্র চুরি করেছিলাম। বর্তমানে সে দোকানের স্থান পরিবর্তন হয়ে অন্যত্র চলে গেছে। নতুন ঠিকানাও জানিনা!

উত্তর ঃ আপনি যথা সম্ভব তাদের ঠিকানা তালাশ করুন। যদি পেয়ে যান তাহলে তাদের প্রাপ্য ফেরত দিবেন। (আলহামদুলিল্লাহ)। যদি মালিক মারা গিয়ে থাকে তাহলে তার ওয়ারিসদেরকে ফেরত দিবেন। চেষ্টা করেও যদি তাদেরকে না পান তাহলে এসব মাল আপনি তাদের নিয়তে দান করে দিবেন।। তাদের জন্যই নিয়ত করবেন যদিও এদের কেউ কাফের হয়ে থাকে। কেননা আল্লাহ তাদেরকে এ দুনিয়ায় তার প্রতিদান দিবেন পরকালে তারা কিছু পাবে না।

এই মাসআলাটির মত একটি মাসআলা ইবনুল কাইয়্যেম (রহ.) তাঁর মাদারেজুস সালেকীন নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। মুসলিম বাহিনীর এক সৈনিক গনীমতের মাল চুরি করে। এর কিছুকাল পরে সে তাওবা করে। অতপর সে চুরি করা মালামাল নিয়ে সেনাপতির কাছে হাজির হয়। সেনাপতি তা গ্রহণ করতে

অস্বীকার করে বলেন, আমি কি ভাবে সকল সৈন্যদের নিকট এসব পৌছাবো? (তারাতো বিভক্ত হয়ে গেছে)। এরপর সে সৈনিক হাজ্জাজ বিন শায়েরের নিকট এসে এ ব্যাপারে ফত্ওয়া চায়। তিনি বলেন, হে লোক! নিশ্চয় আল্লাহ সেনাবাহিনীর সকলকে জানেন, তাদের নামধামও অবগত এবং বংশ পরিচয়ও জানেন। সুতরাং তুমি পঞ্চমাংশ তার প্রাপককে দিয়ে দিবে এবং বাকী ওদের পক্ষ থেকে দান করে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাদের আমলনামায় নেকী পৌছে দিবেন। সে তখন সে ভাবেই আমল করে বিষয়টি খলিফা মুয়াবিয়াকে জানায়। তখন তিনি বলেন, আমি যদি তোমাকে এবাবে ফত্ওয়া দিতে পারতাম তাহলে তা আমার অর্ধেক সম্পদের চেয়েও আমার কাছে বেশী পছন্দনীয় হতো। ইমাম ইবনে তাইমিয়ার (রহ.) এ ধরনেরই একটি ফত্ওয়া রয়েছে যা মাদারেজুস সালেকীনেও উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশ্ন নং- ১১ ঃ আমি ইয়াতীমের মাল আত্মসাত করি এবং তা দ্বারা ব্যবসা করে অনেক লাভবান হই। এখন আমি আল্লাহকে ভয় করছি, এ কাজের জন্য অনুতপ্ত, এখন কিভাবে তাওবা করবো?

উত্তর ঃ এ ব্যাপারে আলেম-ওলামারা বিভিন্ন বক্তব্য দিয়েছেন, এর মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য অভিমত হলো, আপনি মূল সম্পদ ইয়াতীমের নিকট ফেরত দিবেন এ ছাড়াও লাভের অর্ধেক দিয়ে দিবেন। তাহলে ইয়াতীমকে তার মূলধন ফেরত দেয়া হলো এবং পার্টনার হিসেবে অর্ধেক লাভও দেয়া হলো। তাহলে মূল ও লাভ সবই দেয়া গেল।

এ বিষয়টি ইমাম আহমাদ (রহ.) হতে বর্ণিত। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) হতেও এ অভিমত বর্ণিত হয়েছে এবং তাঁর বিশিষ্ট সাগরেদ ইবনুল কাইয়্যেম এ মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (মাদারেজুস সালেকীন ১/৩৯২)

তেমনিভাবে যদি কেউ উটনী অথবা ছাগল ছিনিয়ে নিয়ে নেয় এবং তা থেকে বাচ্চা-কাচ্চা হয়, তাহলে সেটি ও তার অর্থেক বাচ্চা প্রকৃত মালিককে ফেরত দিতে হবে। যদি তা মারা যায় তাহলে সেটির মূল্য এবং এর জন্মান বাচ্চার অর্ধেক মালিককে ফেরত দিতে হবে।

প্রশ্ন নং- ১২ ঃ এক ব্যক্তি বিমান বন্দরে চাকুরী করে। তার নিকট বিভিন্ন জনের মালপত্র আসতো। এসব থেকে সে নামধাম সহ কিছু জিনিসপত্র চুরি করে

নেয়। এর বেশ কয়েক বছর পর সে তাওবা করে। এখনকি সেই জিনিসই ফেরত দিবে না তার মূল্য, নাকি এ ধরনের কিছু ফেরত দিবে। এখানে উল্লেখ্য যে, চুরি করা মাল বর্তমান বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না।

উত্তর ঃ সেই জিনিসই ফেরত দিবে এর সাথে যোগ করবে মূল্যমান যা ব্যবহার করার জন্য বা সময়ের ব্যবধানে কমেছে। এটার একটা মোটামোটি মূল্য ধরে নিবে যেন নিজের খুব বেশী কষ্ট না হয়। যদি তাকে পাওয়া কষ্টকর হয়ে থাকে তাহলে সে পরিমান টাকা পয়সা দান করে দিবে মূল মালিকের পক্ষ থেকে।

প্রশ্ন নং- ১৩ ঃ আমার কাছে কিছু সুদের মাল ছিল কিন্তু আমি তা সব খরচ করে ফেলেছি, বর্তমানে কিছুই অবশিষ্ট নেই, এখন তাওবা করছি, এক্ষেত্রে আমার করণীয় কি?

উত্তর ঃ আপনাকে খালেস তাওবা করতে হবে। প্রকৃত পক্ষে সুদ হলো খুবই বিপজ্জনক জিনিস। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা একমাত্র সুদখোরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ঘোষণা দিয়েছেন। আর যেহেতু সুদী মালামাল সব শেষ হয়ে গেছে তাই এ ব্যাপারে অপর কোন কর্তব্যও আর অবশিষ্ট নেই।

প্রশ্ন নং- ১৪ ঃ আমি একটি গাড়ী কিনেছি এর মধ্যে কিছু আছে হালাল আর আর কিছু হারাম। গাড়ীটি বর্তমানে আমার কাছে রয়েছে। আমি এখন কি করবো?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি এমন জিনিস কিনল যা বিভক্ত করা সম্ভব নয় যেমন ঘর অথবা গাড়ী, এমন টাকা দিয়ে যার কিছু হালাল এবং কিছু হারাম তাহলে হারামের সমপরিমাণ মাল সাদকা করে দিবে ঐ মালকে পবিত্র করার জন্য। যদি এই অংশটি হারাম মালেরই হয়ে থাকে তাহলে তা অন্যের অংশই বটে যা তার প্রাপকের নিকট ফিরিয়ে দিতে হবে পূর্বোক্ত বর্ণনা মোতাবেক।

প্রশ্ন নং- ১৫ ঃ সেই মালের দ্বারা কি করবে যা ধুমপানের সামগ্রীর ব্যবসা থেকে লাভ হয়েছে, তেমনিভাবে যা তার অন্যান্য হালাল মালের সাথে সংমিশ্রণ ঘটে গেছে?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি হারাম জিনিসের ব্যবসা করে যেমন বাদ্যযন্ত্র, হারাম ক্যাসেটের ব্যবসা, ধুমপানের সামগ্রী ইত্যাদি এবং এর হুকুমও জানে। অতপর তাওবা করে, তাহলে এই হারাম ব্যবসার লভ্যাংশ দান হিসেবে নয় বরং তা

থেকে নিষ্কৃতি পাবার লক্ষ্যে বিলিয়ে দিবে । কেননা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র, তিনি পুত-পবিত্র জিনিস ছাড়া গ্রহণ করেন না।

যদি এই হারাম মাল অন্যান্য হালাল মালের সাথে মিলে যায় যেমন ডিপার্টমেন্টাল স্টোর যাতে বিভিন্ন হালাল সওদার সাথে কিছু নাজায়েয মালও বিক্রি করা হয়ে থাকে তাহলে সে এ মালের একটা যথাসম্ভব অনুমান করে মূল্য বের করে দিবে বাকী মালকে পবিত্র করার জন্য। আল্লাহ তাকে এর পরিবর্তে আরো ভালো কিছুর ব্যবস্থা করে দিবেন। তিনি হচ্ছেন প্রশস্ততার অধিকারী, সম্মানিত।

এখানে একটা বিষয় জেনে রাখা প্রয়োজন যে, যার নিকট হারাম উপার্জনের মাল রয়েছে এবং সে তাওবা করতে চায় তাহলেঃ

(১) উপার্জন করার সময় যদি সে কাফের হয়ে থাকে তাহলে তাওবা করার সময় সেগুলো বের করার প্রয়োজন পড়বে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার সাহাবাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার সময় হারাম মাল বের করার জন্য বাধ্য করেননি।

(২) কিন্তু যদি উপার্জন করার সময় সে ব্যক্তি মুসলমান থাকে এবং সেটি হারাম হবার ব্যাপারটি অবগত থাকে তাহলে অবশ্যই তাওবা করার সময় হারাম মাল বের করে দিতে হবে।

প্রশ্ন নং- ১৬ ঃ এক ব্যক্তি ঘুষ নিত। অতপর আল্লাহ তাকে হেদায়েত দান করেন। সে এখন সঠিক পথে রয়েছে। সে যেসব ঘুষ নিয়েছে তার কি করবে?

উত্তর ঃ এ ব্যক্তির অবস্থা এ দু'অবস্থার বাইরে নয় ঃ

(এক) হয়তো এমন এক ব্যক্তির নিকট থেকে ঘুষ নিয়েছে যিনি বাধ্য হয়ে নিজের হক রক্ষার স্বার্থে একে ঘুষ দিয়েছেন, এক্ষেত্রে ঘুষ গ্রহীতাকে অবশ্যই টাকা ফেরত দিতে হবে যার কাছ থেকে সে ঘুষ নিয়েছে। কেননা সে তাকে বাধ্য করে এ ঘুষ নিয়েছে, এর বিধান হলো জোর করে অর্থ আত্মসাতের হুকুম এর মত, বেচারা নিরুপায় হয়ে তাকে ঘুষ দিয়েছেন।

(দুই) ঘুষ গ্রহণ করেছে এক জালেমের কাছ থেকে যেমন হয়তো কেউ ঘুষ দিয়ে অবৈধ স্বার্থ উদ্ধার করিয়ে নিয়েছে, এক্ষেত্রে তাকে কিছুই ফেরত দেয়া লাগবে না। তাওবাকারী এসব মালকে কল্যাণ মূলক কাজে খরচ করবে। যেমন

হয়তো কোন ফকীর মানুষকে দিয়ে দিলো তেমনি ভাবে সে আল্লাহর কাছে তাওবা ও ক্ষমা চাইতে থাকবে, কেননা সে অন্যায় ভাবে কাউকে কিছু পাইয়ে দিয়েছে।

প্রশ্ন নং- ১৭ ঃ আমি অবৈধ কাজ করে এর বিনিময়ে কিছু টাকা পয়সা গ্রহণ করি, বর্তমানে আমি তাওবা করেছি, এখন কি আমাকে এসব মাল ফেরত দিতে হবে?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি হারাম কাজ করে বা হারাম খিদমত আঞ্জাম দেয় এবং এর বিনিময়ে পয়সা নেয়, যখন সে তাওবা করে আর তার কাছে যদি এসব টাকা পয়সা অবশিষ্ট থাকে তাহলে সে এসব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তবে তা যার কাছ থেকে নিয়েছে তাকে ফেরত দিতে হবে না। যেমন জেনাকারিনী জেনার জন্য টাকা পয়সা নিয়েছে সে তা জেনাকারীর নিকট ফেরত দিবে না। গায়ক হারাম গান গেয়ে টাকা নিয়েছে, এ টাকা অনুষ্ঠানের আয়োজকদের নিকট ফেরত দিবে না। মদ বিক্রেতা বা মাদক দ্রব্য বিক্রেতা তাওবা করলে এসব যারা কিনেছিল তাদের নিকট ফেরত দিবে না। তেমনি মিথ্যা সাক্ষ্য দাতা তাওবা করলে যারা তাকে টাকার বিনিময়ে সাক্ষ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল তাদের নিকট ফেরত দিবে না। কারণ হলো পাপীর কাছে এসব মাল ফেরত দিলে সে হারামের বিনিময়ে হারাম জমা করল আবার এ টাকা পয়সা আরো হারাম কাজে ব্যবহৃত হবার আশংকা বাড়িয়ে দেয়। এজন্য এসব থেকে মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। এ অভিমতটিই ইমাম ইবনে তাইমিয়া গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর ছাত্র ইবনুল কাইয়্যেমও এটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (মাদারেজুস সালেকীন ১/৩৯০)

প্রশ্ন নং- ১৮ ঃ আমাকে একটি বিষয় খুবই উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত করছে, তাহলো আমি এক মহিলার সাথে ব্যভিচার করি। এখন কিভাবে তাওবা করবো? বিষয়টিকে গোপন করার স্বার্থে আমার কি তাকে বিয়ে করা জায়েয হবে?

অন্য একজন প্রশ্ন করে, আমি বিদেশে গিয়ে কুকর্মে লিপ্ত হই। আমার দ্বারা মহিলাটি গর্ভবতী হয়ে পড়ে। এখন কি সন্তানটি আমার হবে এবং তাকে কি আমি সন্তানের জন্য খরচা-পাতি পাঠবো?

উত্তর ঃ অশ্লীল কাজ সংক্রান্ত অনেক প্রশ্নমালা আসছে যার জন্য মুসলমানদের ওপর জরুরী হয়ে পড়েছে বিষয়টির ওপর গভীর ভাবে চিন্তা-ভাবনা করার এবং কুরআন হাদীস মোতাবেক নিজেদের সংশোধন করার এবং বিশেষ করে দৃষ্টি সংযত করার, নির্জণ সাক্ষাৎ না করার এবং বেগানা মহিলাদের সাথে মুসাফাহা না

করার এবং পরিপূর্ণ শরয়ী পর্দা রক্ষা করে চলার। মেলামেশার বিপজ্জনকতা উপলব্ধি করা এবং কাফেরদের দেশে ভ্রমনে না যাওয়া। মুসলিম পারিবারিক ঐতিহ্য রক্ষা করে চলা, অল্প বয়সেই বিয়ে করা এবং এ ব্যাপারটি কঠোর না করে ফেলা।

যে ব্যক্তি কুকর্ম করেছে সেটি এ দু'অবস্থার বাইরে নয় ঃ

(১) হয়তো সে জোরপূর্বক জেনা করেছে এক্ষেত্রে তাকে মহরে মেসাল প্রদান করতে হবে, তার যে ক্ষতি সাধন করেছে তা পূরণ করার লক্ষ্যে। সেই সাথে তাকে খালেস তাওবা করতে হবে এবং বিষয়টি যদি হাকেম বা বিচারক পর্যন্ত (ইসলামী বিচারক) গড়ায় তাহলে তার ওপর হদ (শরয়ী শাস্তি বিধান) কায়েম করতে হবে। (বিস্তারিত দেখুন মাদারেজুস সালেকীন ১/৩৬৬)

(২) উক্ত মহিলার সম্মতিতেই তার সাথে ব্যভিচার করেছে। এক্ষেত্রে তাকে শুধূমাত্র তাওবা করতে হবে। তার সাথে কক্ষণো সন্তানকে সম্পৃক্ত করা হবে না এবং তাকে খরচও দিতে হবে না। কেননা সন্তান পরিচিত হবে মায়ের সাথে, কোনভাবেই জেনাকরীর সাথে সন্তান সম্পৃক্ত বা পরিচিত হবে না। তাওবাকারী জেনাকারীর জন্য বিষয়টি গোপন করার স্বার্থে তাকে বিয়ে করাও জায়েয হবে না। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

« اَلزَّانِىْ لاَيَنْكِحُ اِلاَّ زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَيَنْكِحُهَا اِلاَّ زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ »۔ (النور : ٣)

"ব্যভিচারী পুরুষ একমাত্র ব্যভিচারিণী অথবা মুশরিকা মেয়েকেই বিয়ে করে এবং ব্যভিচারিণী নারী একমাত্র ব্যভিচারী পুরুষ অথবা মুশরিক লোককেই বিয়ে করে থাকে।" (সূরা আন্‌নূর ঃ ৩)

যে মহিলার গর্ভে সন্তান রয়েছে তার সাথে বিবাহ বন্ধন জায়েয হবে না, যদিও তা তার দ্বারাই ঘটে থাকে। তেমনিভাবে তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যাবে না যার সম্পর্কে জানা যাবে না যে, এর পেটে কি রয়েছে? যদি সে তাওবা করে, মহিলাটিও সঠিক তাওবা করে এবং তার রেহেম পরিছন্ন আছে (গর্ভে সন্তান জন্ম নেয়নি) বলে জানা যায় কেবলমাত্র এ অবস্থায় বিয়ে করবে এবং তার সাথে নতুন জীবন শুরু করবে, যা আল্লাহ পছন্দ করেন।

প্রশ্ন নং- ১৯ ঃ আমার দ্বারা কুকর্ম সম্পাদিত হয়েছে। এজন্য আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি সে মেয়ের সাথে বিবাহ বন্ধনেও আবদ্ধ

হয়েছি। এটা বেশ কয়েক বছর পূর্বের ঘটনা। আমরা উভয়ে খালেস তাওবা করেছি। এখন আমাদের ওপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে কি ?

উত্তর ঃ যখন দু'জনের পক্ষ থেকেই তাওবা করা হয়েছে এজন্য আপনাদের উভয়কে বিবাহ বন্ধনটা নতুন করে নিতে হবে শরিয়তের শর্ত মোতাবেক ওলী, সাক্ষীর উপস্থিতিতে। এজন্য জরুরী নয় যে, কোর্টে গিয়ে হাজির হতে হবে বরং বাসার মধ্যে হলেই যথেষ্ট হবে।

প্রশ্ন নং- ২০ ঃ একজন মহিলা বলে, সে এক নেককার লোকের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। সে বিবাহের পূর্বে এমন কিছু কাজ করেছে যা আল্লাহ পছন্দ করেন না। এখন তার মনে বিষয়টি সর্বদা পীড়া দিচ্ছে। এখন তার প্রশ্ন, সে কি তার স্বামীকে পূর্বে যা কিছু ঘটেছে তা জানাবে?

উত্তর ঃ স্বামী স্ত্রীর উভয়েরই কেউ অপরকে জানান ওয়াজিব নয় যে, অতীতে সে কি করেছে। কেউ যদি এসব পঙ্কিলতার দ্বারা পরীক্ষিত হয়ে থাকে তাহলে সে যেন তা আল্লাহর ওয়াস্তে গোপন করে। তার জন্য খালেস তাওবাই যথেষ্ট।

তবে কেউ যদি কুমারী মেয়েকে বিবাহ করে এবং অতপর প্রকাশিত হয় যে, মেয়েটি প্রকৃত কুমারী নয়, অতীতে অপকর্ম করার কারণে, তাহলে সে যে মোহর দিয়েছে তা ফেরত নিয়ে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে। আর যদি সে দেখে যে, সে তাওবা করেছে যার ফলে আল্লাহ তার দোষ গোপন রেখেছেন তাহলে যদি তাকে দাম্পত্যে রেখে দেয় তাহলে অবশ্যই মহান আল্লাহ কর্তৃক নেকী ও সোয়াবের ভাগী হবে।

প্রশ্ন নং- ২১ ঃ পুংমৈথুনকারী ব্যক্তি তাওবা করলে তার ওপর কি ওয়াজিব হবে?

উত্তর ঃ এ কাজ যে করেছে এবং যার সাথে করা হয়েছে উভয়কেই খুব বড় আকারের তাওবা করতে হবে। কেননা এটা জানা যায় না যে, পরাক্রশালী আল্লাহ লুত সম্প্রদায়ের ওপর তাদের অপরাধের জঘন্যতার কারণে যত রকমের আযাব নাজিল করেছিলেন তা আর অন্য কোন জাতির ওপর নাজিল করেন নি।

১। তাদরে দৃষ্টি শক্তি কেড়ে নিয়েছিলেন যার ফলে তারা অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ বলেন ঃ «فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ»

"অতপর তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিয়েছিলাম।"

২। তাদের ওপর বজ্রপাত হয়েছিল।

৩। তাদের বাড়ী-ঘরকে উল্টিয়ে দিয়েছিলেন যার ফলে উপর দিক নীচে আর নীচের দিক ওপরে হয়ে গিয়েছিল।

৪। তাদের ওপর পোড়ান পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছিল। যার ফলে তারা সেখানেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এজন্যই এই অপকর্মকারীর ওপর যে হদ কায়েম করা হয় তা হলো, বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত, তাকে হত্যা করা।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমরা যদি কাউকে লুত সম্প্রদায়ের কাজে লিপ্ত পাও তাহলে কর্তা ও যার সাথে এ কুকর্ম করা হচ্ছে উভয়কে হত্যা কর।" (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, ইমাম আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, ইরওয়াউল গালীল ২৩৫০)

প্রশ্ন নং- ২২ ঃ আমি আল্লাহর নিকট তাওবা করেছি। আমার নিকট হারাম জিনিসপত্র রয়েছে যেমন বাদ্যযন্ত্র, ক্যাসেট, ফ্লিম ইত্যাদি। এসব জিনিস বিক্রি করা কি জায়েয হবে। বিশেষ করে এজন্য যে, এর মূল্য কিন্তু অনেক হবে?

উত্তর ঃ হারাম জিনিস বিক্রি করা হারাম এবং এর মূল্যও হারাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ কোন কিছু হারাম করলে তার মূল্যও হারাম করেছেন।" (আবু দাউদ, হাদীসটি সহীহ)

আর আপনি জানেন যে, অন্যরা তা হারাম কাজেই ব্যবহার করবে, এজন্য তা বিক্রি করা জায়েয হবে না। কেননা আল্লাহ এ ব্যাপারে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন ঃ

«وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ»-

"এবং তোমরা গুনাহ ও শত্রুতামূলক কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো না।" আপনি দুনিয়াতে যতই ক্ষতিগ্রস্ত হননা কেন। আল্লাহর নিকট যা রয়েছে তা উত্তম ও দীর্ঘস্থায়ী। তিনি আপনাকে তাঁর দয়া ও করুনা দ্বারা পুষিয়ে দিবেন ।

প্রশ্ন নং- ২৩ ঃ আমি একজন পথভ্রষ্ট মানুষ ছিলাম। ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ ছড়াতাম এবং বিভিন্ন গল্প লিখার মাধ্যমে ইলামের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতাম। কবিতার মাধ্যমে অশ্লীলতা ছড়াতাম। মহান আল্লাহ আমাকে তার বিশেষ রহমতে রক্ষা করেছেন, অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে এসেছেন এবং হেদায়েত দান করেছেন, এখন কিভাবে তাওবা করবো?

উত্তর ঃ এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার উপর বিরাট অনুগ্রহ ও নিয়ামত।

এটিই প্রকৃতপক্ষে হেদায়েত। সুতরাং এজন্য আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি এবং তাঁর নিকট দু'আ করছি তিনি যেন আপনাকে মজবুত রাখেন এবং আরো বেশী অনুগ্রহ দান করেন। যে ব্যক্তি তার কথা ও কলমের দ্বারা ইসলামের বিরুদ্ধে ভ্রান্ত ধারনা বা বিদআত ও অশ্লীলতা ছড়ায় তাকে অবশ্যই একাজগুলো করতে হবেঃ

প্রথমতঃ সে যেন এসব থেকে তাওবা করে যে, সে এসব থেকে ফিরে এসেছে। যথাসম্ভব সব রকরেম মাধ্যম ব্যবহার করে এবিষয়টি ফুটিয়ে তুলে যে, এসব ভ্রান্ত ও বাতিল বিষয় ছিল তাহলে যারা তার কথায় বিভ্রান্ত হয়েছিল তারা সঠিক পথে ফিরে আসবে এবং যেসব সন্দেহ ও ধুম্রজাল ছড়িয়েছিল তা পরিস্কার করে বলে দেয় এবং তা থেকে মুক্ত হয়ে আসে। এই পরিস্কার করে বলাটা ওয়াজিব, তাওবার ওয়াজিবের অন্তর্গত। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَاُولٰئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ»۔ (البقرة : ١٦٠)

"কিন্তু যারা তাওবা করেছে, নিজেদেরকে সংশোধন করেছে এবং বর্ণনা করেছে তারা হলো সেই লোক যাদের তাওবা আমি কবুল করবো এবং আমিই একমাত্র তাওবা কবুলকারী, দয়ালু।" (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৬০)

দ্বিতীয়ত ঃ সে যেন তার কলম ও জবানকে ইসলাম প্রচারের কাজে নিয়োজিত করে এবং তার শক্তিকে ও সামর্থকে ইসলামকে বিজয়ী করার কাজে নিয়োজিত করে, আর মানুষের নিকট হক শিক্ষা এবং এর দাওয়াত পৌছায়।

তৃতীয়ত ঃ এই শক্তিকে যেন ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে এবং তাদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত তুলে ধরে, যেমনিভাবে এর পূর্বে তাদেরকে সাহায্য করত এবং ইলামের শত্রুদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করত। সে যেন ইসলামের হকের অস্ত্র হয়ে যায় বাতিলের বিরুদ্ধে। এভাবে বিভিন্ন হারাম কাজের কদর্যতা বর্ণনা করে ইসলামের পথে মানুষকে আহবান করে। যেমন হয়তো এতদিন সুদের পক্ষে কথা বলেছে, এখন সুদের বিরুদ্ধে কলম ধরবে এর অপকারিতা ও ভয়াবহতা তুলে ধরে পূর্বের পাপের কাফ্ফারা আদায় করবে। মহান আল্লাহই প্রকৃত হেদায়েত দাতা।

উপসংহার

হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহ তা'আলা তাওবার দরজা উন্মুক্ত করেছেন সুতরাং কতই না ভাল হতো যদি আপনি এতে প্রবেশ করতেন। "নিশ্চয় তাওবার দরজা রয়েছে যার প্রশস্ততা হলো পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্বের সমান।" অপর বর্ণনায় এসেছে "এর প্রশস্ততা হলো সত্তর বছরের পথের সমান। পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত তা বন্ধ করা হবে না।" (তাবারানী; সহীহ আল-জামে ২১৭৭)

আল্লাহ তা'আলা আহবান করে বলেন ঃ "হে আমার বান্দারা! তোমরা দিনে রাতে ভুল করে পাপ করো এবং আমি সব পাপ ক্ষমা করে থাকি। সুতরাং তোমরা আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাদের মাফ করে দিবো।" (মুসলিম) যদি আপনি ক্ষমা চাইতেন তাহলে কতই না ভাল হতো। মহান আল্লাহ তার হস্ত প্রসারিত করেন রাতের বেলায় যেন তিনি দিনের বেলায় পাপকারীকে ক্ষমা করে দেন এবং দিনের বেলায় তার হাতকে প্রসারিত করেন যেন রাতের বেলায় পাপকারীকে ক্ষমা করে দেন। আর আল্লাহ অপারগতা পছন্দ করেন। সুতরাং আপনি যদি এই সুযোগ গ্রহণ করতেন তাহলে কতই না ভাল হতো।

এই তাওবাকারীর কথা কতই না মিষ্টি-মধুর যে বলে, আমি তোমার ইজ্জতের দ্বারা আমার জিল্লতি দূর করতে প্রার্থনা করছি। তুমি যদি আমার প্রতি রহম না কর তাহলে আমার কোন পথ নেই। আমি তোমার শক্তির দ্বারা আমার দুর্বলতা দূর করতে প্রার্থনা করছি এবং তোমার ধনের দ্বারা আমার দারিদ্র দূর করার জন্য প্রার্থনা করছি। আমি এই দাম্ভিক মিথ্যুক শীর নিয়ে তোমার সামনে দাঁড়িয়েছি। আমি ছাড়াও তোমার অনেক বান্দা রয়েছে, কিন্তু তুমি ছাড়া আমার আর কোন অভিভাবক নেই, নেই আশ্রয়স্থল এবং তুমি ছাড়া আর কোন বাঁচার স্থান নেই। আমি তোমার নিকট ভিক্ষুকের মত প্রার্থনা করছি এবং নত বিনয়ীর মত কাকুতি মিনতি করছি এবং ভীত সন্ত্রস্তের মত দু'আ প্রার্থনা করছি। তার মত যার ঘাড় তোমার জন্য লুটিয়ে পড়েছে, যার নাক ধুলায় ধুসরিত হয়েছে, যার চক্ষু তোমার জন্য বিনীত ও বিগলিত হয়েছে।

আপনি তাওবার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ঘটনা চিন্তা করে দেখুন ঃ

বর্ণিত হয়েছে, এক নেককার বান্দা এক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখলেন একটা বাড়ীর দরজা হঠাৎ খুলে গেল এবং সেখান দিয়ে একটা ছোট বাচ্চা চিৎকার করতে করতে বের হয়ে আসলো। তার পিছনে পিছনে ওকে ওর মা তাড়া করছিল। ওর মাও বের হয়ে এসেছিল। এরপর হঠাৎ মা দরজা বন্ধ করে ভিতরে চলে গেল। তখন বাচ্চাটা সামান্য একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগল। সে তার জন্য বাড়ী ছাড়া আর কোন আশ্রয় পেল না যেখান থেকে সে বের হয়ে গেছে এবং তার মা ছাড়া কেই বা তাকে কোলে নেবে। এজন্য সে খুব চিন্তিত হয়ে ফিরে এলো। এসে দেখে দরজা বন্ধ। তখন বাচ্চাটি দরজার চৌকাটে মাথা রেখে কাঁদতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর তার মা বের হয়ে যখন তাকে এ অবস্থায় দেখলো, তখন সে আর নিজেকে সামলাতে পারল না। তাড়াতাড়ি গিয়ে বাচ্চার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল এবং তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগলো এবং কেঁদে দিয়ে বললো, হে আমার বৎস! তুমি আমাকে ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলে? আমি ছাড়া আর কে তোমাকে আশ্রয় দিবে? তোমাকে কি বলিনি, তুমি আমার অবাধ্য হবে না, তোমাকে শাস্তি দিতে আমাকে বাধ্য করবে না? আমিতো বাধ্য হয়েই মনের বিরুদ্ধে তোমাকে শাস্তি দিয়েছি। অতপর তাকে কোলে করে নিয়ে ভিতরে চলে গেল।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তার বান্দার ব্যপারে এই মহিলার সন্তানের ওপর দয়ার চেয়েও বেশী দয়াবান।" (মুসলিম) আল্লাহর রহমতের তুলনায় কোথায় মায়ের দয়া? যে মহান আল্লাহর দয়া সব কিছুকে বেষ্টন করে আছে।

আল্লাহ খুব খুশী হন যখন তার কোন বান্দা তাওবা করে (তার দিকে প্রত্যাবর্তন করে)। আল্লাহ খুশী হলে আর কোন কল্যাণের ঘাটতি হবে না। "নিশ্চয় আল্লাহ খুব খুশী হন যখন কোন বান্দা তাঁর দিকে তাওবা (প্রত্যাবর্তন) করে। সেই ব্যক্তির চেয়েও বেশী খুশী হন যে এক মরুভূমিতে সফর করছিল। সে এক স্থানে বিশ্রামের জন্য একটু নামে। তার সওয়ারীর ওপর তার খানাপিনা ছিল। সে গাছের ছায়ায় একটু ঘুমিয়ে পড়ে। যখন জেগে উঠে দেখে যে, তার বাহনটি কোথায় চলে গেছে। সে এর খোজ করতে থাকে। এক উঁচু টিলাতে উঠেও দেখতে পায় না। এরপর আরেক টিলার ওপর উঠে কিন্তু সেখান থেকেও তা

দেখতে পায়না। এরপর যখন প্রচন্ড তাপ ও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ে, তখন বলে, আমি যেখানে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম সেখানে গিয়ে শুয়ে থাকবো মরণ না আসা পর্যন্ত। অতপর গাছের ছায়ায় এসে শুয়ে পড়ে এবং বাহনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যায়। এ অবস্থায় একবার সে মাথা উঠিয়ে দেখে যে, তার শিয়রে সেটি দাঁড়িয়ে আছে তার লাগাম মাটিতে ছেচড়াচ্ছে, যার উপর তার খানাপিনা ছিল। সে তখন দ্রুত গিয়ে তার লাগাম ধরে এবং প্রচন্ড ভাবে খুশি হয়। কেউ তাওবা করলে মহান আল্লাহ এই লোকটির খুশীর চেয়েও বেশী খুশী হন। (এ ঘটনাটি বিভিন্ন বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে, দেখুন, তারতীবু সাহীহুল জামে ৪/৩৬৮)

প্রিয় ভাই! সঠিক তাওবা কারীর জন্য পাপ শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট নম্রতা ও বিনয়ী ভাব সৃষ্টি করে। তার মাঝে অনুশোচনার জন্ম দেয় এবং তাওবাকারীর চাপা কান্না বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের নিকট খুবই পছন্দনীয় বস্তু। কোন মুমিন বান্দা যদি তার গুনাহকে সদাসর্বদা চোখে চোখে রাখে, তাহলে তার মধ্যে অনুশোচনা ও অনুতপ্ত ভাব সৃষ্টি হবে, যার ফলে সে বেশী বেশী আনুগত্য ও নেকীর কাজ করতে থাকবে। অবস্থা এমন হয় যে, শয়তান হয়তো বলে বসে, যদি আমি একে পাপে না ফেলতাম তাহলেই ভাল ছিল। এজন্য দেখা যায় যে, কিছু তাওবাকারীর অবস্থা তাওবা করার পর খুবই ভাল হয়ে যায়। মহান আল্লাহ তার বান্দাকে কখনো ছেড়ে যান না, যে তার দিকে তাওবা করে এগিয়ে আসে।

দেখুন, যদি কোন সন্তান তার পিতার তত্ত্বাবধানে থাকে তাকে সর্বোত্তম খানাপিনা খাওয়ায়, ভাল শিক্ষাদিক্ষা দান করতে থাকে। তাকে চলার জন্য খরচাপাতিও দেয় এবং তার সবকিছু দেখাশুনা ও দায়দায়িত্ব পালন করে। একদিন তার পিতা তাকে এক কাজে পাঠালো। সে কাজে গেলে পথে তাকে তার দুশমনেরা পাকড়াও করে বন্দী করে ফেললো। তাকে শৃংখলাবদ্ধ করে হাত পা বেঁধে ফেললো। এরপর তাকে শত্রুর দেশে নিয়ে গেল এবং তার সাথে তার পিতা যে আচরণ করছিল তার উল্টোটি শুরু করল। সুতরাং সে যত বারই তার পিতার কথা ও তার শিক্ষাদীক্ষার এবং আচরণের কথা মনে করবে, তত বারই তার মনে ব্যথা ও দুঃখ মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে এবং সে চিন্তা করবে যে, সে কত নিয়ামতের মধ্যে ছিল।

সে যখন শত্রুর হাতে বন্দী, প্রতিনিয়ত শাস্তির সম্মুখীন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যাই করে ফেলবে এ অবস্থায় দেখতে পেল যে সে তার বাড়ীর নিকটে এবং তার আব্বাও তার খুবই নিকটে। সে দৌড়ে গিয়ে তার সামনে লুটিয়ে পড়লো

এবং তার পায়ে পড়ে সাহায্য চাইল, আর চিৎকার করে বলতে লাগলো, আব্বা! .... আব্বা! .... আব্বা! আমাকে বাঁচান .... দেখুন, তার আব্বার গাল বেয়ে পানি ঝরছে। সে তার আব্বাকে জড়িয়ে ধরেছে আর তার আব্বাও তাকে জড়িয়ে ধরেছে ....।

আপনি বলবেন কী তার আব্বা তাকে এই অবস্থায় শত্রুর হাতে ছেড়ে দেবে? তাকে উদ্ধারের কোন চেষ্টাই করবে না....? তাহলে সেই সত্ত্বার ব্যাপারে আপনার ধারনা কি? যিনি এই পিতার সন্তানের উপর দয়ার চেয়েও দয়াবান, মাতার সন্তানের উপর মহব্বতের চেয়েও বেশী মহব্বত রাখেন, যে বান্দা শত্রুর কাছ থেকে পালিয়ে তার নিকটে আশ্রয় নিয়েছে এবং তার কাছে নিজেকে সোপর্দ করেছে, তার সামনে মাথা নত করেছে, ধূলায় কপালকে লুটিয়েছে, চোখ দিয়ে পানি বের করে তার সামনে দাঁড়িয়ে বলছে, হে প্রভু! হে দয়াবান! যার জন্য তোমার দয়াছাড়া আর কোন দয়া নেই, যার তুমি ছাড়া আর কেউ সাহায্যকারী নেই, তুমি ছাড়া যার আর কোন আশ্রয়স্থল নেই, যাকে সাহায্যকারী তুমি ছাড়া আর কেউ নেই, সে তোমারই .... তোমারই কাঙ্গাল, তোমারই কাছে ভিক্ষা চাচ্ছে। তুমি ছাড়া তার আর কোন আশ্রয় দাতা, বিপদ থেকে উদ্ধারকারী এবং ত্রানকর্তা নেই।

সুতরাং, আসুন ভাল কাজ করার জন্য দ্রুত ছুটে আসুন, নেকী কামাই করুন এবং নেককার লোকদের সঙ্গী হোন, সুপথ পাবার পর ভ্রান্তপথ থেকে সতর্ক হোন, হেদায়াত প্রাপ্তিরপর গোমরাহী থেকে দূরে থাকুন। নিশ্চয় আল্লাহ আপনার সাথেই রয়েছেন। আপনার ওপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত নাজিল হোক। আমীন॥

সমাপ্ত

আল-ফুরকান পাবলিকেশন-এর প্রকাশিত ও পরিবেশিত কয়েকটি বই

★ তাফসীরে ফাতহুল মাজীদ	মুহাম্মদ শরফুল ইসলাম
★ ফিকহ মুহাম্মদী	আল্লামা মহিউদ্দীন
★ মুসলমানকে যা জানতেই হবে	ড. আবদুল্লাহ মুসলিহ ও ড. আস্‌সাবী
★ জেরুজালেম বিশ্বমুসলিম সমস্যা	ড. ইউসুফ আল-কারযাভী
★ আল-কুরআনের অভিনব অভিধান	আহমদ খোদা বখশ
★ গুনাহ	মুহাম্মাদ বিন আহমাদ সাইয়েদ আহমাদ
★ নবীজীর কথা	মুহাম্মদ শহীদুল মুলক
★ ইসলামের দৃষ্টিতে নারী নেত্রীত্ব	সাদেক আহমদ সিদ্দিকী
★ ইসলামের দৃষ্টিতে কাঙ্খিত পরিবার	ড. ইউসুফ আল-কারযাভী
★ আদর্শ পরিবার গড়ার শত টিপস	আবু হামজা আব্দুল লতিফ আল-গামেদী
★ মাখলুকাত ও রাবুবিয়াত	ডা. কাজী আব্দুস সালাম
★ নামাযের অন্তরালে	মুহাম্মদ শহীদুল মুলক
★ ঈমানী দুর্বলতা	মুহাম্মদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ
★ বিশ্বনবীর আবির্ভাবে	মুহাম্মদ শহীদুল মুলক
★ পীরবাদের বেড়াজালে ইসলাম	অধ্যাপক ছাদুল হক ফারুক
★ আলোর পরশে আলোকিত মানুষ	মাওলানা হারুনুর রশীদ খান
★ মাসায়েলে হজ্ব ও উমরা	সাদেক আহমদ সিদ্দিকী
★ ইসলাম ও চরমপন্থা	ড. ইউসুফ আল-কারযাভী
★ প্রেম যোগ জ্ঞান	ডা. কাজী আব্দুস সালাম
★ কিয়ামতের আলামত	সাদেক আহমদ সিদ্দিকী
★ ইসলামে ইবাদতের পরিধি	ড. ইউসুফ আল-কারযাভী
★ সুরাতুল ফাতিহা একটি আবেদন	মুহাম্মদ শহীদুল মুলক



আল-ফুরকান পাবলিকেশন্স
৪৯১, ওয়্যারলেস রেলগেট, মগবাজার, ঢাকা
ফোন : ০৩৭৭২০১৬২৯২, ০১৭১৪০১৫৯৭৭, ০১৬৭২৬৯২১০০